চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 February, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তথ্য সুরক্ষা ও সাইবার ক্রাইম নতুন চ্যালেঞ্জ আদালতের কাছেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সর্বদাই বিচার ব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়াও পরিবর্তিত সময়ে, তথ্য সুরক্ষা এবং সাইবার অপরাধের মতো বিষয়গুলিও আদালতের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে উঠে এসেছে। শনিবার আন্তর্জাতিক জুডিশিয়াল সম্মেলন ২০২০-তে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সর্বদাই বিচার ব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়াও পরিবর্তিত সময়ে, তথ্য সুরক্ষা এবং সাইবার অপরাধের মতো বিষয়গুলিও আদালতের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে উঠে এসেছে। দেশের প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্টও ইন্টিগ্রেটেড মিশন মোড প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করাও

শনিবার নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক জুডিশিয়াল সম্মেলন ২০২০-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিচারপতিরা।

সরকারের প্রচেষ্টা। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিডের প্রতিষ্ঠা আদালতের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে তুলবে।

আন্তর্জাতিক জুডিশিয়াল সম্মেলন ২০২০-তে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, এই সম্মেলন একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিব চতুর্দশীতে রাজ্যেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। আজ শিব চতুর্দশী। হিন্দু বাঙালিদের বারোমাসে তেরো পার্বনের অন্যতম পার্বন। শিব চতুর্দশীকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিবমন্দির গুলিতে শনিবার সকাল থেকেই মা-বোনদের উপচে পড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সেন্ট্রাল রোড শিববাড়ি সহ অন্যান্য স্থানে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। শিব মানেই সৃষ্টির দেবতা। তিনি আবার প্রলয়ঙ্করীও। সেজন্যই শিব দেবতাকে তুষ্ট করতে মা-বোনেরা ভক্তিভরে পুজো দিয়ে থাকেন। কথিত আছে শিব দেবতা তুষ্ট থাকলে জগৎ সংসারে শান্তি বজায় থাকে। প্রত্যেকেই স্বামী স্ত্রী সন্তানের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে শিবের পুজো করেন। শিবরাত্রিতে উপনাম ব্রতও পালন করে থাকেন।

পূর্ত ঘোটালা মামলায় ফের পুলিশ রিমান্ডে প্রাক্তন মুখ্যসচিব যশপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংকে পুনরায় পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। তাঁকে ফের ২৪ ফেব্রুয়ারি আদালতে সোপর্দ করবে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

বুধবার তাঁকে পশ্চিম জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক এস দত্ত পুরকায়স্থের এজলাসে তোলা হয়েছিল। ওইদিন কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাঁকে আদালতে নেওয়া হয়েছিল। আজ শনিবার আদালত চত্বরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছিল।

সরকারি আইনজীবী রতন দত্ত জানিয়েছেন, পুলিশ ৬ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের জন্য পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালের বিমানে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে ওয়াই পি সিংকে আগরতলায় আনা হয়েছিল। তাঁকে সোমবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে আইআরএস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতার করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তাঁকে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় রাখা হয়েছে।

এদিকে, পূর্ত দফতরে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে মামলার তদন্তকারী অফিসারের তলবে এনসিসি থানায় হাজিরা দিয়েছেন প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ও প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিক। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত তিনজনকে একসাথে পাশাপাশি বসিয়ে জেরা করেছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। আজ সরকারি আইনজীবী রতন দত্ত জানিয়েছেন, আদালতে পূর্ত ঘোটালায় অন্য দুই অভিযুক্তের জেরা করার বিষয়ে কোনও সওয়াল করা হয়নি। তবে, তদন্তকারী অফিসার চাইলে তাদের আবারও ডাকতে পারেন।

বাইক দূর্ঘটনায় নিহত যুবক আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা শহরের কাছে লিচুবাগান এলাকায় একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের রেলিংয়ে ধক্কা দেয়। তাতে বাইকের চালক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। আহত হন আরও এক যুবক। দূর্ঘটনাটি ঘটছে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ শহরের কাছে লিচুবাগান এলাকায়। নিহত যুবকের নাম মনোরঞ্জন দাস। আহত যুবকের নাম বিপ্লব কর। তাদের বাড়িণ বড়জলা এলাকায়। দূর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকের নম্বর টিআর-০১- কিও-৮৫০৮।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ-শিক্ষাবিদ কৃষ্ণা বসু

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। চোখের জল,গান স্যালুটে প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসুকে শেষ শ্রদ্ধা উ শনিবার রাতে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যের আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গান স্যালুট জানিয়ে শেষ সম্মান জানান হয় প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসুকে ।

শনিবার সকালে ১০ টা ২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন তৃণমূল সংসদ তথা শিক্ষাবিদ কৃষ্ণা বসু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ইএম বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি উ আজ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উপরে সেখান থেকে প্রয়াত কৃষ্ণা বসুর মরদেহ নিযে যাওয়া হয় তাঁর বাড়িতে। পরে সেখান থেকে নেতাজি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন সাংসদকে। আত্মীয় পরিজনদের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি প্রয়াত কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মন্ত্রী-সাংসদ সহ বহু বিশিষ্টরা। এর মধ্যেই সন্ধের দিকে নেতাজি ভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে কৃষ্ণা বসুকে চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ এলগিন রোডের নেতাজি ভবন থেকে কৃষ্ণা বসুর মরদেহ নিয়ে শুরু হয় অন্তিম যাত্রা। পরিবারের সদস্য, অগণিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপজাতিদের ভূমির উপর অন্যরা কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছেঃ বৃন্দা কারাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ২২তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন শনিবার থেকে আগরতলা টাউন হলে শুরু হয়েছে। সম্মেলনে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় নেত্রী বৃন্দা কারাত, গণমুক্তি পরিষদের বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

গণমুক্তি পরিষদের ২দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় নেত্রী বৃন্দা কারাত বলেন, উপজাতিদের ভূমির উপর অন্যরা কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে উপজাতিদের চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমনের উল্লেখ করে বৃন্দা কারাত বলেন, দেশে বেরোজগারির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গত ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব বেড়েছে বর্তমান সময়ে। অউপজাতিক ক্ষেত্রে দেশের মান নিচে নেমে আসছে। নোটবন্দিকেই এজন্য তিনি দাবি করেন। সম্মেলনের প্রথম দিকেই ভূমি সংস্কার আইন নিয়ে রীতিমতো তোপ দেগেছেন গণমুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

এবছর দ্বাদশ ও মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ৭৭,৭১১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর মোট ৭৭,৭১১ জন পরীক্ষার্থি নাম নথিভুক্ত করেছেন। আগামী ২ মার্চ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৩ মার্চ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে।

এ বিষয়ে শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, আগামী ২ মার্চ থেকে রাজ্যের ৮৬টি জায়গায় ৬০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে ২৭,১৪২ জন ছাত্র ছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছেন। মোট ৪০৮টি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবেন। তিনি জানান, গত বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ২৭,১৯৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থিদের মধ্যে তপশিলী জাতি ৫৪০৯ জন, তপশিলী উপজাতি ৬৫০২ জন, ওবিসি ৩২২৯জন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৩০০২ জন এবং সাধারণ ক্যাটাগরির ৯০০০ ছাত্র ছাত্রী রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩১৯৮ জন ছাত্র ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে, ২৩২৪৫ জন ছাত্র ছাত্রী আর্টস এন্ড হিউমেনিটিজ বিভাগে এবং বাণিজ্য বিভাগে ৬৯৯ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দেবেন। তিনি জানান, ২ মার্চ মাদ্রাসা ফসিল পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি স্থানে তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ লক্ষাধিক টাকার মোবাইল সেট ও নেশা সামগ্রী উদ্ধার সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। সীমান্ত এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পাচার সামগ্রী আটক করেছে বিএসএফ। প্রায় সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার পাচার সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার ভর্মা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর বিওপি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের পিছু ধাওয়া নিলে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই এলাকায় তল্লাশি করে বিএসএফ জওয়ানরা ৯৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। এগুলোর বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯০২ টাকা। এছাড়া ৮ হাজার ৮০০ টাকার ১,১১০টি ইনো প্যাকেট উদ্ধার করেছে। বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধারকৃত পাচার সামগ্রী সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

এদিকে সীমান্ত এলাকায় নিষিদ্ধ নেশাসামগ্রীও উদ্ধার করেছে বিএসএফ। প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০৯ টাকা মূল্যের বিভিন্ন অবৈধ নেশা সামগ্রী বিএসএফ সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হওয়ার সময় উদ্ধার করেছে।

সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে ধৈর্য্য ধরতে বললেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত দাবি দাওয়া এখনই পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের দাবি পূরণ করা হবে না, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। শনিবার স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫১ তম সাধারণ বার্ষিক সম্মেলনে সরকারি কর্মচারীদের এভাবেই আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর আবেদন, ধৈর্য ধরুন, সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ত্রিপুরায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের নতুন বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে। ২.২৫ থেকে বেড়ে ২.৫৭ হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, সপ্তম বেতন কমিশন অনুসারে অনেক কিছু এখনও প্রদান করা বাকি হয়েছে। কিন্তু, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করব না, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে রাজ্যের সমস্ত চাহিদা পূরণ অত্যন্ত কষ্টকর। তার মধ্যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন আরও এক বছর পিছিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের অর্থনীতির হাল শুধরাতে পারছি না। তাই, সকলকে ধৈর্য ধরতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ গণ-অবস্থান, অনশনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের ৩১ মার্চের মধ্যে স্থায়ী সমাধান না হলে অনশনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। তারই প্রতীকী হিসেবে আগামীকাল ২ ঘণ্টার গণ-অবস্থান পালন করবেন বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শিক্ষক ডালিয়া দাস বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। তবে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যাতে কোনও প্রভাব না পরে সেই চিন্তা করে অ্যাডহক ভিত্তিতে ওই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির রায় দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। তিনি বলেন, ৩১ মার্চ অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্তির সময়সীমা সমাপ্ত হয়ে যাবে। ওইদিন তাঁরা স্থায়ীভাবে চাকরি হারাবেন। তাই, আগামীকাল ২ ঘণ্টার গণ-অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেন তিনি।

অপর চাকরিচ্যুত শিক্ষিক ভাস্কর দেব বলেন, পূর্বতন সরকার তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু, অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্তি ছাড়া কোনও সহায়তা করতে পারেনি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ১০৩২৩ শিক্ষকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উল্লেখ ছিল। তাই, আমাদের মনে আসার আলো জেগেছিল। কিন্তু, ২৩ মাস অতিক্রান্ত হলেও সরকারের তরফে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধানে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তাই, আমরা আগামীকাল ২ ঘণ্টার গণ-অবস্থান পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেন তিনিও। সাথে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, গণ-অবস্থানেও ত্রিপুরা সরকার ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত বাজুবন রিয়াংকে শেষ শ্রদ্ধা, দেহদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াং। তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শোক প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বাজুবন রিয়াং। তিনি ত্রিপুরার সাতবারের সিপিআই (এম) সাংসদ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যা রেখে গেছেন। বাজুবন রিয়াং জীবিত অবস্থায় দেহদান করেছিলেন। তাই আজ জি বি হাসপাতালে তাঁর মরদেহ দান করা হবে।

ত্রিপুরার প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াঙের জীবনাবসানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন সাংসদের প্রয়াণে আমি শোকাহত। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রাক্তন সংসদের প্রয়াণে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সিপিআইএম

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ ও মন্ত্রী বাজুবন রিয়াংকে শ্রেষ শ্রদ্ধা জানান উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন। ছবি নিজস্ব।

নেতা মানিক সরকার শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং পরিবার পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীও বাজুবন রিয়াঙের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ দলীয় পতাকা অর্ধনর্মিত রেখেছে সিপিএম। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে।

আজ সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয়ে নিয়ে আসা হয়, সেখানে প্রয়াতের মরদেহে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা'পন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, সচিব টি কে চাকমা, যুগ্ম সচিব সুমিত রায় চৌধুরী। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ বাজবন রিয়াং ছিলেন রাজ্যের একজন জনপ্রিয় নেতা। তিনি সহজ সরল উদার মানসিকতার ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে জনজাতিদের কল্যাণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তারজন্য মানুষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ মা''ই সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে পারেনঃ মুখ্যমন্ত্রী

গর্ভবতীদের খোঁজ নেবেন বিজেপি কার্যকর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। অপুষ্টি রোধে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী চালু করলেন এক অভিনব উদ্যোগ। গর্ভবতী মহিলাদের ঘরে যাবেন বিজেপির কার্যকর্তা। তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার সাথে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কার্যকর্তারা। এতে গোটা সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গর্ভবতী মহিলাদের ফল এবং পুষ্টিকর খাবার প্রদান করে অপুষ্টির বিরুদ্ধে এক অভিনব অভিযান শুরু করলেন। আগরতলার বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ফল ও পুষ্টিকর খাবার প্রদান করেন তিনি। তিনি বলেন, সুস্থ মায়েরাই সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। এজন্য এই অভিযান শুরু করেছেন। তারই অংশ হিসেবে গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, এই মহান কর্মসূচিটি বিজেপি''র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কার্যকর্তা এবং সমাজের সচেতন নাগরিক সংশ্লিষ্টদের কাছে নিয়ে পৌঁছাবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গর্ভবতী মহিলাদের সুস্থ জীবন কামনা করে তাদের হাতে একটি চিঠিও দিয়েছেন। এই চিঠি বিভিন্ন স্তরের সংগঠন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল গর্ভবতী মহিলাদের কাছে পাঠানো হবে। তাতে তিনি সংশ্লিষ্টদের সুস্থ জীবন কামনা করেছেন। পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সবল করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বের কথাও ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলায় এক প্রসূতী মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন।

এই অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকল বিধায়কদেরও চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, তাঁরা যেন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব নির্বাচনী ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করেন। দেব দলের মহিলা মোর্চা এবং অন্যান্য স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতিও এই অভিযানের অংশ হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করা অরাজনৈতিক কার্যকর্তাদের প্রতিও এই আহ্বান রেখেছেন তিনি।

তিনি বলেন, সমাজের সার্বিক অংশীদারিত্ব ছাড়া কোনও অভিযান সফল হয়না। এই প্রয়াসকে ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ত্রিপুরা থেকে অপুষ্টি শেষ করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর কথায়, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে। তিনি গর্ভবতী মহিলাদের খাবারে নিয়মিত ফল সবজি ইত্যাদি গ্রহণের জন্য আগ্রহ করে বলেন, 'ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণ আপনাদের হাতে রয়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী গর্ভবতী মহিলাদের যথাসম্ভব সাহায্য করারও আশ্বাস প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, ''প্রয়োজনে আমাদের কার্যকর্তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা জোগাড় করে গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তাঁর এই নতুন প্রয়াস সরকার কর্তৃক চলমান অন্যান্য কর্মসূচির বাইরে। এই অভিযানকে তিনি সামাজ কর্মী, বিজেপির কার্যকর্তা এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি, সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিপ্লব কুমার দেবের এই কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাতৃবন্দনা অভিযানের একটি অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃত্বকালীন সময়ে মহিলাদের পুষ্টি যুক্ত খাবার প্রদান করে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৩৫ ◻ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ◻ ১০ ফাল্গুন ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মাতৃভাষা ও বাস্তবতা

নাচে গানে ভাষণে মাতৃভাষা দিবস পালিত হইল। এই মাতৃভাষা দিবস কি দেশ ও বিদেশের গন্ডী অতিক্রম করিয়া সত্যিই আন্তর্জাতিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে? মাতৃভাষার আবেগ অনুভূতি বাংলাদেশ ও ভারতের কয়েকটি রাজ্যেই তো কার্য্যত দেখা যায়। সারা ভারতে এই দিনটি কি বরণীয় হইবার সুযোগ পায়? সরকারী উদ্যোগ এই ত্রিপুরায় 'মাতৃভাষা' দিবস পালনে আবেগ অনুভূতিকে কি খুঁজিয়া পাওয়া যায়? মাতৃভাষার ভাবগত অর্থ দাঁড়াইতেছে মায়ের ভাষা। কিন্তু, মায়ের ভাষাকে কতখানি যত্ন ও কদর দেওয়া হইতেছে তাহাই বড় প্রশ্ন। যেমন বাংলা ভাষা। এই ভাষা তো দিনে দিনেই আগ্রাসনের শিকার হইতেছে। বাঙালী হইয়াও বাংলা ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারে না। এর চাইতে বাঙালী জীবনে লজ্জার কি হইতে পারে? একথা একশ শতাংশ ঠিক যে, আজ প্রতিযোগিতার বাজারে ইংরেজীর জয়জয়কার। ইংরেজীতে চোস্ত না হইলে পিছাইয়া পড়িতে হয়। এই প্রতিযোগিতার বাজারে নামিতে গিয়া বাংলাকে বিসর্জন দিবার ভুরি ভুরি ঘটনা আছে। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন বাঙালী অধ্যুষিত এলাকাতেও ইংরেজী মাধ্যমে স্কুলের রমরমা। অভিভাবকরা ইংরেজী মাধ্যমে স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহাদের যুক্তিকেও খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। কারণ, সেই প্রতিযোগিতা উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর দাপট মোকাবেলায় ইংরেরজীর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা আনিয়া দিয়াছে। এইভাবেই তো বাংলা ভাষা হারাইয়া যাইতে পারে? আগামী দিনে বাংলা পাঠক কয়জন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? এইভাবেই একটি উন্নত ভাষা, যে ভাষার এক বিশাল ইতিহাস আছে, উর্বর সাহিত্য আছে। সেই ভাষা আগামী দিনে হারাইয়া যাইবে? এই শংকা আজ দেখা দিয়াছে। বাঙালীর গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে। বিশ্বে বাংলাদেশ বলিয়া একটিস্বদেশ আছে। বিশাল সংখ্যক মানুষ এই বাংলাতেই কথা বলেন। সেই সব কি ইংরেজীর আগ্রাসনে তছনছ হইয়া যাইবে? আসলে বাঙালী হইয়াও বাংলা ভাষার প্রতি অনাদর অবহেলার নজীর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। বাঙালী হইয়াও বাংলা ভাষাভাষির মানুষের সঙ্গে হিন্দী অথবা ইংরেজীতে কথা বলেন। একথা সকলেই জানেন যে, ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা মাতৃভাষার জন্য যাহারা জীবন আহুতি দিয়াছিলেন সেই অগ্নিক্ষরা দিনকেই রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা দিয়াছে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়াই তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং ইতিহাস সত্যি ইহাই যে, বাংলা ভাষার মধ্যে যে রত্ন আছে তাহার তুলনা নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যে সাধণা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সাধানায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যিকে উর্বরতায় ভরাইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে শুরু করিয়া যাহারা বাংলা সাহিত্যকে স্বর্ণসম্ভার দিয়াছেন তাহার তো তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগনমন অধিনায়ক' জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পাইয়াছে। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠের বন্দে মাতরম আজও দেশ মাতৃকার বন্দনায় উজ্জীবিত হয়। তাহাও তো বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি। সুতরাং বাংলা ও বাঙালীর সমৃদ্ধ ইতিহাসকে সহজে খাটো করা যাইবে না। প্রতিটি ভাষাকেই সম্মান করা উচিত। কিন্তু, বাংলাই যেখানে অপাংক্তেয় সেখানে ককবরক ভাষা তো একেবারে নির্জীব অবস্থাতেই আছে। বাংলা ও ককবক রাজ্য সরকারের স্বীকৃত ভাষা হইলেও রাজ্যে সেই ভাষায় সরকারী কাজ হয় না। ফাইল চলে ইংরেজীতে। চিঠি চালাচালি হয় ইংরেজীতে। এই যখন অবস্থা তখন মাতৃভাষার প্রতি দরদ ও কর্তব্য কিভাবে পালিত হইবে? বছরে একবার মাতৃভাষা দিবসে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়াই ভাষার উপর দায়িত্ব শেষ। আসলে প্রতি বছর নিয়ম রক্ষার মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। ইহাকে কি বলা হইবে?

নেতাজীর পরিবারের অন্যতম বাহক কৃষ্ণা বসু, বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষাঙ্গণে জ্যোতিষ্ক

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষ্ণা বসুর প্রয়াণে একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তি হল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিবারের অন্যতম বাহক হিসাবেই কেবল নয়, বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষাঙ্গণে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি। দুই পুত্র সুগত, সুমন্ত্র এবং এক কন্যা শর্মিলা, অগনিত ছাত্রছাত্রীকে রেখে গিয়েছেন কৃষ্ণা বসু। চার বছর আগে স্ট্রোক হয়েছিল তাঁর। সে বার সেরে উঠলেও শারীরিক অবস্থা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। বিগত চার পাঁচদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপরই তাঁকে কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যে থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এর পর শনিবার প্রয়াত হন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে কৃষ্ণা বসুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

১৯৩০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণা বসু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে এমএ পাশ করেন তিনি। ১৯৫৫ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র শিশির কুমার বসুর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। মেডিক্যালের ছাত্র থাকার সময় ১৯৪১-এ কাকা সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিস্ক্রমণের সহায়ক হন তিনি। ২০০০-এর ৩০ সেপ্টেম্বর মারা যান শিশিরবাবু। রাজনৈতিক জীবনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনবার (১৯৯৬-এ কংগ্রেসের হয়ে লড়ে প্রথমবারের জন্য সাংসদ হয়েছিলেন। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-এ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হন তিনি) সাংসদ হয়েছিলেন কৃষ্ণা বসু। একাধারে সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি। কৃষ্ণা বসু কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যপনা করেছেন। বছর আট অধ্যক্ষা ছিলেন সেখানে।

কাটসুমির অভিযোগে ইস্টবেঙ্গলকে ১৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করল ফিফা

জুরিখ, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চুক্তি ভঙ্গের দায়ে ইস্টবেঙ্গলকে ১৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করল ফিফা ঊ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছিলেন কাটসুমি উসা। শুক্রবার ফিফার দফতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় জরিমানা বাবদ ১৭ লক্ষ টাকা কাটসুমিকে দিতে বাধ্যচ হবে ইস্টবেঙ্গল।

চলতি আই লিগে ভালো জায়গায় নেই ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক ম্যাচ হেরে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে লাল-হলুদের। চলছে অবনমন বাঁচানোর লড়াই। তারই মধ্যে ফিফার বড়সড় শাস্তির কোপেও পড়তে হল কলকাতার এই বড় দলকে। জাপানি ফুটবলার কাটসুমি উসার সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগে মোটা টাকার ফাইন দিতে হল ইস্টবেঙ্গলকে। এ ব্যাপারে জমা পড়ে সব নথি খতিয়ে দেখে বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সত্যিই দোষী ইস্টবেঙ্গল। শাস্তি হিসেবে লাল-হলুদ শিবিরকে ১৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ফিফা। সেই টাকা কাটসুমিকে দিতে হবে।একই সঙ্গে ২০১৮-র অক্টোবর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ১৭ লক্ষ টাকার উপর পাঁচ শতাংশ সুদও জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। ৪৫ দিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল যদি জাপানি ফুটবলারকে জরিমানার অর্থ মিটিয়ে না দেয়, তাহলে পরের মরশুমে ফিফার দু'টি উইন্ডোতেই কোনও বিদেশি ফুটবলার নিতে পারবে না।

অভিযোগ, চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোয়েস আসার পর কাটসুমির সঙ্গে বঞ্চনা করে ইস্টবেঙ্গল। কোয়েসের চুক্তিপত্রে জাপানি ফুটবলারকে সই করানো হয়নি বলেও অভিযোগ। জাপান ফুটবল ফেডারেশনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ফিফার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন কাটসুমি। চুক্তি ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৮০ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন ওই বিদেশি ফুটবলার। ৮০ লক্ষ না হলেও, লাল-হলুদকে মোটা গুণতে হবে জরিমানা বাবদ।

উল্লেখ্য, এর আগে ফুটবলারদের চুক্তির টাকা না মেটানোর দরুণ শাস্তি পেতে হয়েছে মোহনবাগানকেও।

মাতৃভাষা দিবস ও আত্মানুসন্ধান

শান্তনু রায়

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য শহিদদের স্মরণতিথিও। এদিনে যেন এ ভাষার প্রতি গর্ব ভালবাসার অনুভূতি নতুন করে আর একবার সঞ্চারিত হয় প্রাণে প্রাণে এভেবে যে দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যে একই ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গায়, সে আমাদের বাংলা ভাষা---যে সঙ্গীতদ্বয়ের রচয়িতা একই বাঙালি কবি।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম তার দুটি অংশ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিশাল ভৌগোলিক ব্যবধান এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মৌলিক ভিন্নতা ছিলই। সদ্যোজাত পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর গ্রন্থ বলেছেন।

এ কারণেই নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পর থেকেই প্রাথমিক আবেগ ও ধর্মীয় আবরণের মধ্যেও এই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ক্রমে প্রকাশ ও পকট হতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গের পূর্ব অংশকে দাবিয়ে রেখে আধিপত্য করার উন্নাসিক মানসিকতায় ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে একমাত্র উর্দুই সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। তখন থেকেই পূর্ব অংশের মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ জন্ম নেয়। তাই মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াই অচিরে আরম্ভ হল। হয়ত এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে অধিকাংশেরমুখের ভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব পেশের মাধ্যমে, যদিও সে প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে বাতিল হয় কারণ গণপরিষদের সাংসদ প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেও অনেক বাঙালি মুসলিম লিগ সদস্য প্রস্তাব সমর্থন করেননি। অন্যদিকে লিয়াকত আলি খানও এ প্রস্তাবকে পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে মন্তব্য করলেন। কিন্তু এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। ক্ষোভে দিকে দিকে আনেদালন দানা বাঁধতে থাকে কিন্তু সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অনড়।

প্রসঙ্গত ১৯ শে মার্চ জিন্না ঢাকায় এসে যখন বলেছিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন তাঁর মুখে উপর যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের অন্যতমও ছিলেন এই দীরেন্দ্রনাথ, যাঁর শেষ পরিণতি অত্যন্ত মর্মন্তুদ। ১৯৭১ সালে পাক সেনাবাহিনী কুমিল্লার কাছে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

যাই হোক, ১৯৫২ এর ২৭ শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন যে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। আরম্ভ হয় নতুন করে ধর্মঘট বিক্ষোভ অবরোধ। এরই চূড়ান্ত পরিণতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথ রঞ্জিত হয় ভাষা শহিদের রক্তে।

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও প্রগতিশীল যুব রাজনৈতিক কর্মসমর্থকদের আইনসভামুখী বিশাল মিছিল ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের

সামনে পৌঁছলে অকস্মাৎ পুলিশের গুলিবর্ষণে ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে রাজপথে লুটিয়ে পড়ল চারটি তাজা প্রাণ। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় দেশজুড়ে আন্দোলন আরও ব্যাপক হল। শেষ পর্যন্ত জনআন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার নতিস্বীকার করে ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃত দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ভাষার জন্য এ আন্দোলন, যে বীজ রোপিত হয়েছিল বহুপূর্বে, ক্রমে তা ওই ভূখণ্ডে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এই ঘটনা বাংলাভাষাকে কেবলমাত্র ওই ভূখণ্ডের মাতৃভাষার গৌরব দেয়নি এখ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরও (অনেকের মতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত) জন্ম দিয়েছিল সেখানে যার অভিগাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভীস্পা রূপ পায় ১৯৭১-এ বিশ্বে। একমাত্র বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়। ইউনিস্কোর অনুমোদনে ২০০০ সাল থেকে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়ে আসছে।

ভাষার অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার। ভাষা জাতিসত্তার অন্যতম শর্ত, ভাষার শিকড়ে লুকিয়ে থাকে যে সংবেদনশীল মন তার মৃত্যু হয় না। তাই যতই ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস হোক না কেন তা সম্ভব হয় না। বাংলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সেই গৌরবজনক সংগ্রামী অধ্যায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশে এ দিনটি এক সার্বজনীন উৎসব হিসাবে বর্তমানে উদযাপিত হয় উচ্ছ্বাস এবং উন্মাদনায়, সরকারি উদ্যোগেও। এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমি চত্বেরে সরকারের পৃষ্ঠাপোষণায় এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনে একমাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় যে প্রাঙ্গন এই সময় কেন বঙ্গসংস্কৃতির মিলনমেলায় রূপ নেয়। আমাদের এ রাজ্যে, সংস্কৃতির পীঠস্থান মহানগরীতেও সমারোহে উদযাপন হয় এ দিনটির। বাংলা বাষার জন্য এমন রক্তাক্ত সংগ্রামের অবিস্মরণীয় ঘটনা স্মরণে সংহতি প্রকাশ করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদিন অনেক কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই অমর সঙ্গীত —'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি.........'।

সংখ্যা অনুযায়ী চতুর্থ ও পঞ্চম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ, এর মধ্যে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশবাসী, বালা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গান এবং সেহেতু আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এভাষার অনুধাবনযোগ্য যথেষ্ট গুরুত্ব।

কিন্তু এই একদিনের নিয়মরক্ষার আনুষ্ঠানিকতা ও সমারোহ অন্তে একটু গভীরে গেলে, সামগ্রিক পরিস্থিতির নির্মোহ আত্মসমীক্ষায়, সঠিক পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে প্রশ্ন তা হল, আমরা অর্থাৎ এ বঙ্গের নব্য বাঙালিরা কতখানি আন্তরিক এ ব্যাপারে, নিজের ভাষার প্রতি কি আমরা যথার্থ মমত্ব বোধ করি? এ রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে আজ এক চ্যালেঞ্জ এবং ভাষিক আগ্রাসনের মুখোমুখি—সে বিষয়ে কি আমরা সচেতন?

আমাদের ভাবনায় আসে কি যে এই ভাষা শহিদেররক্তঋণ আমার আত কতটা স্মরণে রেখেছি? বাংলাভাষার প্রতি মমতায় ভাষা শহিদরা যে মহৎ আবেগে বুক্তের রক্ত দিয়েছিলেন তা আমাদের কি অনপ্রাণিত করে এই ভাষাচর্চায়, ব্যথিত করে এ ভাষার অবহেলায়? বাস্তবে কিন্তু পরের রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত এ বঙ্গের বাঙালি আজ আত্মবিস্তৃত। নিজের ভাষা ও সস্কৃতির প্রতি অবহেলা বা উন্নাসিকতা জাতি হিসাবে আত্মহননের সামিল। তবু আমরা অর্থাৎ এ বঙ্গের বাঙালিদের কিয়দংশ এ ব্যাপারে সচেতনভাবে উদাসীন বরং হীনমন্যতাজনিতে এক ধরনের উন্নসিকতায় ভুগি। আজকের প্রজন্মের বঙ্গসন্তানদের অনেকেই যে ভাষায় কথা বলে তা হিংন্দ ও ইংরেজি মেশানো এক খিচুড়ি ভাষা। দু'জন উচ্চবিত্ত বা প্রতিষ্ঠিত বাঙালিও দেখা হলে নিজেদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী হয়ে যান। কেউ আবার বাংলা কথার মাঝে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছু ইংরাজি বাক্য বলে নিজেকে শিক্ষিত প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। অনেক নিজেদের মধ্যে হিন্দি বলেও নিজেকে এক আধুনিক ভারতীয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। মনে রাখতে হবে একটি ভাষা বেঁচে থাকে এর ব্যবহারে ও চর্চায়।

কথাও অবশ্য ও সত্য যে দ্রুত ধাবমান এ সময় ও ভুবনায়নের আবহে বাংলা ভাষাকেও 'কাজের ভাষা'ও হয়ে উঠতে হবে, শুধুমাত্র সাহিত্যের ভাষা না থেকে। এ দায়িত্ব প্রশাসনের, সরকারের—আমাদেরও।

কিন্তু বর্তমান চাকরির বাজারেহিন্দিও ইংরেজিরই দাম আছে এবং সেজন্য নিজের মাতৃভাষা বাংলা না জানলেও বা ভুলে গেলেও চলবে---এ মানসিকতার একদেশদর্শী। যেন চাকরির সফলতাই জীবনের সব। এবং চাকরির প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য নিজের ভাষা রপ্ত না করা বা নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন থাকাও প্রয়োজন---এমন মানসিকতাই ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবেও বাংলার পরিবর্তে হিন্দিকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অগ্রাধিকার দিতে প্ররোচিত করে। কিন্তু এঁদের কেন মনে হয় না যে সন্তান অন্য ভাষায় পারদর্শী হোক, তবে তা নিজের ভাষা সংস্কৃতির বিনিময়ে নয়? কেন এক বাঙালি শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল, শরৎচন্দ্র কিংবা স্বামী বিবেকান্দ, ক্ষুদিরাম বা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা, বাংলার বিশাল সাংস্কৃতিক চালচিত্রের সঙ্গে ক্রমাগত পরিচিতির মাধ্যমে বড় হয়ে উঠবে না? একজন বাঙঅলির আপন ভাষাসংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে তাঁর পেশাগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভেরচেষ্টার কোনও বিরোধ নেই এই উপলব্ধিই জরুরি। উল্লেখ্য, এ বাংলার জনসাধারণকে মাতৃভাষার জন্য কোনও সংগ্রামে যেতে হয়নি। কিন্তু এই বাংলা ভাষার দাবিতেই ১৯৬১-র ১৯ শে মে এদেশেরই উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক রাজ্য পুলিশের গুলিতে একাদশ শহিদের অন্যতমা পৃথিবীর প্রথম নারী ভাষা শহিদ কমলা। বাঙালির, বিশেষত ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষিদের কাছে ১৯শে মে দিনটিরও আলাদা গুরুত্ব এ গৌরবের। আজকের বিশেষ দিনে ওই অঞ্চলের বাংলাভাষীদের মাতৃভাষার জন্য দীর্ঘ সাংস্কৃতিক লড়াইকেও কুর্নিস না করে পারা যায় না। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস অন্যান্য জায়গার মতো বরাক উপত্যকায়ও যথাযথ মর্যাদার পালিত হলেও ১৯শে মে'র ইতিহাস বাংলাদেশে কোনও এক অজানা কারণে স্বল্পালোচিত। আসলে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যমে নয়, সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিও যা চিহ্নত করে একটি জাতির বৈশিষ্ট্য। আবার এও হয়ত অস্বাভাবিক নয় যে স্বভূমি হারানো আপন ভিটেমাটিচ্যুত বাঙালির অনুভবে মাতৃভাষাই কখন যেন মাতৃভূমির স্নেহশীতল আশ্রয়---আত্মসত্তার পরিচয়ের একমাত্র অমলম্বন হয়ে যায় তখন অনুভবে 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'।

কিন্তু 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'—এ 'অপবাদ' ব্যর্থ করতে মরিয়া আজকের একাংশ বাঙালি যেন বিশ্বনাগরিক হতে গিয়ে নিজের ভাষা সংস্কৃতি চর্চাকে অপাংক্তের বোধ করে যদিও এমন নয় যে বাঙালিত্বের সঙ্গে মানুষ হওয়ার কোনও বিরোধ আছে বা মানুষ হতে গেলে বাঙালিত্ব বিসর্জন দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। একটু ভাবলেই দেখা যাবে নিজের ভাষা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই যথার্থ ভারতীয় বা বিশ্বমানব হওয়া যায়।

লক্ষ্যণীয় অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা কিন্তু নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির, অস্মিতার জন্য গর্ব অনুভব করেন, কেবলমাত্র হিন্দির আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আটকে না থেকে। তবে কেন বাঙালি অস্মিতা থাকতে পারে না বা এরং চর্চা গর্বিত হওয়া যাবে না এত সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির চালচিত্রের মধ্যে আমাদের যাপন সত্ত্বেও ?

বর্তমানে একশ্রেণির কাছে বিনোদনই সংস্কৃতি। বিনোদনের ক্ষেত্রে আজ অন্য বিশেষ এক ভাষা ও সংস্কৃতিরই আধিপত্য, বাণিজ্যিক সাফল্যের লক্ষে। ইদানীং বাংলা টেলি সিরিয়ালেও প্রায়শ হিন্দি সিনেমার একাধিক গানের ব্যবহার বিভ্রান্তি জাগায়, তবে কি এমন সমৃদ্ধ বাংলা গানের (রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও) ভাণ্ডার বুঝি আজ আর জীবনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার আবেগ প্রকাশে উপযুক্ত নয়। অন্য ভাষার গানের প্রতি বিরাগ না থাকলেও প্রথমে নিজের ভাষার গান শোনা ও চর্চাই তো স্বাভাবিক, হুজুগ সর্বস্ব না হয়ে যথার্থ সঙ্গীতপ্রেমীর পক্ষে।

দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য যে সরস্বতী পুজোয় প্রথম শাড়ি পরার আনন্দের চেয়ে এই সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে অধিক উপভোগ্য কতিপয় বাঙালি তরুণ তরুণীর ডিজেতে 'চোলি কি পিয়ে ক্যা হ্যায়.........' গানের সঙ্গে নৃত্যের হিল্লোল বা এক নামী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণেও হিন্দি গানের আলে তালে কিছু শিক্ষার্থীর নৃত্যের আমোদ।

একথা ঠিক যে প্রতিবেশী বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ব্যাপক ও বিস্তৃত, একদা উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বাংলাভাষী ভূখণ্ডে উর্দুকরম করার এক কুশী প্রবণতা সত্ত্বেও। বহুভাষী রাষ্ট্রেও এ অঙ্গরাজ্যে হয়ত একটি ভাষার সেরকম নিরঙ্কুশ ব্যবহার ও চর্চা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তির, বিশেষত অযাচিত সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতাধন্য একটি ভাষার আগ্রাসন প্রবণতা অনুভব করা যায়। কিন্তু এদেশেরও অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি বা নিজের সংস্কৃতির প্রতি এমন উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা কিন্তু নিজের সংস্কৃতির প্রতি এমন উদাসীনতা অন্যমনস্কতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা কিন্তু নিজের ভাষা সংস্কৃতির সম্পর্কে খুবই সচতেন এবং সেজন্য তাঁরা গর্বিত। আবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় কেবল বাংলাদেশের বাঙালিদের উপরে বর্তায় এমন ভ্রান্ত আতমবিনাশী ভাবনাএ ব্যাপারে শুধু তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারত্বের একচ্ছত্র দাবিতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেয় না। এটা আমাদের, অর্থাৎ এ বাংলার বাঙালিদের ক্রমে এক নিজস্ব সংস্কৃতি বিবর্জিত, শিকড়হীন, আত্মকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। কূটতর্ক উঠতেই পারে যে সবই কি হতাশার অবনমনের চিত্র? কিছুই কি হচ্ছে না?

সত্য এই যে বাংলা সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা আজও প্রবহমান সমাজের বিশেষ কিছু অংশে, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, সাধারণের মধ্যে এ ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োগে অনীহা সত্ত্বেও। তবে একুশে ফেব্রুয়ারি বা উনিশে মে উদযাপনে সাময়িকভাবে প্রাণিত হলেও এত সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির চালচিত্রের মধ্যে আমাদের যাপন করে শুধু বছরে নির্দিষ্ট কয়েক দিন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় 'দিন' পালনেই দায়িত্ব সীমায়িত থাকবে কিনা এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

এমন বিপন্ন সময়ে এই সন্ধিক্ষণে আত্মবিস্মৃতি কাটিয়ে আরও একটি একটু দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে পারলে বাঙালির ক্রমে নিজে ভাষা ও সংস্কৃতি বিস্মৃত এক প্রান্তিক জাতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও দূর হতে পারে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

একুশের প্রেরণাতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম

জয়নাল আবেদিন

প্রত্যেক জাতির জীবনে এক একটি বিসেষ দিন আছে, যা কখনও ভোলা যায় না। বাঙালির জীবনে তা হল একুশে ফেব্রুয়ারি। অন্য অনেক কিছুতে অমিল থাকলেও দুই বাংলার হৃদয়ের যোগসূত্র একুশ ঘিরেই। শুধু বাঙালির ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও একুশে এক অনন্য দিন। যেদিন দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিল মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় বাঙালিদের দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তি দেখে মাথানত করেছিল ভাষার দাবিতে বাংলাভাষী একদল তরুণের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রামের বছর। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের বীজ বোনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিন সংগ্রামের পর ১৯৪৮ সালে। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিকে সংগ্রামের পর ১৯৪৮-এর ১৫ মার্চ তৎকালী মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা করা হবে, অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সুপারিশ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু প্রাদেশিক মুসলিম লিগ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করল। শুধু প্রাদেশিক সরকারই নয়, কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগ সরকার উর্দুর প্রভুত্বকে বিধিসিদ্ধ করল। ১৯৫০ সালে ঘোষিত হল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা। নাজিমুদ্দিনের চুক্তিকে কেন্দ্রীয় কর্তারা মানলেন না।

দখলনীতির চাপে সাময়িকভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট হলেও এই অভিজ্ঞতা তরুণ সমাজ তথা সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের অধিকার চেতনা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। ছাত্র যুবদের আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপক জনতার সংযোগ ঘনিষ্ঠতর করার তাগিদে ছাত্ররাই মুসলিম লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন ১৯৪৯ সালে। এই সময় মুসলিম লিগের এক অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে এগিয়ে আসে সাংবাদিক শিক্ষক কবি ও বুদ্ধিজীবী মহল। ভাসানীতির বিরোধী যৌথ সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হল। লিয়াকত রিপোর্ট নাকচ করে বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য মহাসম্মেলন ডাকা হয়। ঘোষণা করা হল বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

লিয়াকত আলির পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বললেন, বাংলাভাষা লিখতে হবে আরবি হরফে। আবার প্রতিবাদ শুরু হল।চাপে পড়ে সরকার পিছু হটে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আবার শুরু হল প্রতিরোধ আন্দোলন।২৬ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি এই চারদিন প্রতিবাদ ধর্মঘট আয়োজন করে পুরনো সংগ্রাম কমিটিকে সক্রিয় করা হল। ৩০ জানুয়ারি বিকেলে সর্বদলীয় সম্মেলনের আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির প্রথম সভাতে সিদ্ধান্তক নেওয়া হল। এই কমিটির প্রথম সভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা পূর্ববঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিভিন্ন সংগঠন জরুরি পড়ে চারদিকে। বিভিন্ন সংগঠন জরুরি সভা করে। এই সভায় ছাত্র প্রতিনিধিরা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে বলে জানায়। সংগঠনের কর্তারা ছাত্রদের বোঝাতে ব্যর্থ হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্রনেতা আবদুস সমাদ এক আপস প্রস্তাবে বলেন—'ছাত্ররা এক এক দলে দশজন করে বের হবে। এটা একরকম সত্যাগ্রহ। সিদ্ধান্তমতো দশজন ছাত্র একসঙ্গে বের হলে পুলিশ তাদের গেরেফতার করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হলে উত্তেজনা বেড়ে গেল। ইটবৃষ্টি শুরু হল। পলিশবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়ল। তাদের বেপরোয়া লাঠিচার্জে বহু ছাত্র আহত হন। বেলা তিনটেয় প্রাদেশিক শাসন পরিষদের অধিবেশন বসে। বাইর সরসদের কাছে ছাত্ররা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ জানাতে আসে।

(সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার আগরতলায় গণমুক্তি পরিষদের ২২তম কেন্দ্রীয় রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বৃন্দা কারাত। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরার নৌকাসহ ২৪ শ্রীলঙ্কান গ্রেফতার

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় চারটি মাছ ধরার নৌকাসহ ২৪ শ্রীলঙ্কান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে নৌবাহিনী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে আটকের পর শুক্রবার এ ঘটনায় নগরের পতেঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। এই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। পতেঙ্গা থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওমর ফারুক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে টহল দিচ্ছিল। এ সময় অচোনা, সানজু পুঠা, সি হর্স ও ডেনান মেরিন আচোনা নামে চারটি মাছ ধরার নৌকাকে আটক করা হয়। এতে ছিলেন শ্রীলঙ্কার ২৮ জন জেলে, বোটচালক ও কর্মী। যারা সে সময় বাংলাদেশ অংশের সাগরে মাছ ধরছিলেন। বানৌজা ওমর ফারুক শ্রীলঙ্কার মাছ ধরার নৌকাগুলোকে আটক করে নৌবাহিনীর আরেকটি যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা সুরভীতে করে এদের উপকূলে পাঠায়, পরে তাদের পতেঙ্গায় থানায় নিয়ে আসা হয়।

আটক জেলেরা হলেন- টি মানজুলা ডি সিলভা, কে জানাত, জিহান , টি পেসান্না , পি আনতুনি, নিমেষ, ডিনেশ ডামিরা, সামন্তকুমার, লর্ড জান্দিমার, টি নিরোশন, ডি মানচ, ডিনেশ লাসাংতে , প্রদীপ, লীসান্তাজায়া , সামন কুমার , গায়ান , আরপি ডিপপি, নিশান, নিদুশান, ওয়াচিরে, জুসান্ত কুমার, উদয় কুমার, দানুকা প্রভা ও দিপাল কুমার। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পতেঙ্গা থানা উপপরিদর্শক মো. আবু সাঈদ রানা জানান, নৌবাহিনীর সদস্যরা ২৪ জন শ্রীলঙ্কান জেলেকে পতেঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা দায়ের হয়েছে। তবে ওই জেলেদের দাবি, স্রোতের টানে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন তারা।

স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বেড়েছে উত্তর কাশ্মীরে ডিআইজি

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বাড়ছে উ শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর কাশ্মীরের ডিআইজি সুলেমান উ এদিন তিনি জানান, ১৯জন স্থানীয় সন্ত্রাসী এখনও কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে। এই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে টানা তল্লাশি অভিযান চালান হচ্ছে।

তিনি বলেন, যে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় সন্ত্রাসীবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অল্প বয়সীরাই সন্ত্রাসীবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। এই তথ্য দিয়ে ডিআইজি সুলেমান চৌধুরী বলেন, এদের হদিস পেতে তথ্য ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে উ যারা উত্তরাঞ্চলে যুবসমাজকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে এমন দেশবিরোধীদের গ্রেফতার করাতেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ।

চৌধুরী বলেন, শুক্রবার হিজবুল মুজাহিদিনের স্থানীয় জঙ্গি জুনায়েদ মনজুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তথ্য সামনে এসেছে। শুক্রবার পুলিশ জানতে পেরেছিল যে, জুনাইদ বারামুল্লা জেলার তাপ্পের পাট্টান এলাকায় আত্মগোপন করে আছে উ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ওই জঙ্গিকে গ্রেফতার করে। ধৃত হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গির হেফাজত থেকে একটি চাইনিজ পিস্তল, ১৩ রাউন্ড গুলি এবং দু'টি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছেউধৃত জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, জুনাইদকে জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করেছে যে উত্তর কাশ্মীরে বিপুল সংখ্যক যুবক সন্ত্রাসীবাদী সংগঠনে যোগ দিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। তদন্তকারীদের আশা যে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

লাগামহীন বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাকের ভারে আরও বেহাল শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়ক

হাফলং (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শিলচর-হাফলং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের হারাঙ্গাজাওয়ের কাছে বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাক বিকল হয়ে ওই সড়ক পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। তবে শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ট্রাকটি সারাই করার পর ওই সড়কপথ পুনরায় সচল হয়ে ওঠে।

এমনিতে শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়কের হাল শোচনীয়। তার ওপর মাত্রাতিরিক্ত বার্মিজ সুপারি বোঝাই বিশাল বিশাল ট্রাক এই সড়ক পথ দিয়ে চলাচল করার জেরে রাস্তার অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। বার্মিজ সুপারির মাফিয়ারা এখন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই ডিমা হাসাও জেলার মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে কয়েকশো বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাক বহিঃরাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ডিমা হাসাও পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব। তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। এমন-কি এ সব সুপারি বোঝাই ট্রাক ডিমা হাসাও জেলার উপর দিয়ে গেলেও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদকে এন্টি ট্যাক্স মিটিয়ে দিচ্ছে না বলে জানা গেছে।

ষষ্ঠ তফশিলির অধীনস্থ ডিমা হাসাও জেলার উপর দিয়ে যে কোনও সামগ্রী নিয়ে যেতে হলে জেলায় ঢোকার মুখে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের বসানো টোল গেটে এন্টি ট্যাক্স জমা দিতে হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, এ সব বার্মিজ সুপারি বোঝাই ট্রাক বিনা এন্টি ট্যাক্সের বিনিময়ে যাতায়াত করছে আর এতে অনেক টাকার রাজস্ব হারাতে হচ্ছে পার্বত্য পরিষদকে। কিন্তু এর পরও সব পক্ষই নীরব।

ডিমা হাসাও পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, তাদের কাছে নাকি রাজ্যের গৃহ দফতরের লিখিত নির্দেশ রয়েছে জেলার উপর দিয়ে সুপারি বোঝাই ট্রাক যাতায়াত করলে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে হারাঙ্গাজাও এবং জাটিঙ্গায় বার্মিজ সুপারি বোঝাই ১২টি ট্রাক বনবিভাগ বাজেয়াপ্ত করার কিছুক্ষণের মধ্যে বনকর্মীদের কাছে একটি ফোন কল আসার পরই সব কয়টি ট্রাক ছেড়ে দিতে হয়েছে বনবিভাগকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলছেন, বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটের সঙ্গে রাজ্যের এমন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িয়ে রয়েছেন যার নির্দেশেই ডিমা হাসাও পুলিশ সম্পূর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে চলছে। আর এতেই প্রতিদিন বার্মিজ সুপারি ভর্তি ট্রাক ডিমা হাসাও জেলার উপর দিয়ে বিনা বাধায় যাতায়াত করছে।

অসমের ডিমা হাসাও জেলায় পানীয় জলের সঙ্কট

হাফলং (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে জেলা সদর হাফলং শহরে পানীয় জলের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। মাসের পর মাস হাফলং শহরের বিভিন্ন জয়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ জল সরবরাহ করছে না। অভিযোগ, পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে কোটি কোটি বরাদ্দ করার পরও হাফলঙে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী নাগরিককুল বলেন, এক ফেঁটা জলের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বাধ্য হয়ে শহরের মানুষকে টাকা দিয়ে জল কিনতে হচ্ছে। তা-ও আবার অপরিশোধিত জল। হাফলঙে প্রতি হাজার লিটার জল বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা করে।

এদিকে, হাফলং শহরের হাগজারনগর, অ্যাপলো রোড, কলেজ রোড, কনভেন্ট রোড, সরকারি বাগান, লোয়ার হাফলং এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ গত দেড় মাস থেকে জল সরবরাহ করেনি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। তবে শহরের এ সব এলাকাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়লেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মী ভিআইপিদের জন্য নিয়মিত জল সরবরাহ করছে, এমন অভিযোগও করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, শহরে কিছু কিছু এলাকায় টাকা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্লামবাররা জলের লাইন খুলে দেন। যার দরুন শহরের কিছু এলাকায় অনেকে এভাবে প্লামবারদের টাকা দিয়ে জল সংগ্রহ করেন।

এদিকে এই অভিযোগ নিয়ে শনিবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিনাকীশঙ্কর করকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই, তবে অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন, আশ্বাস দিয়েছেন।

ইরানের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এগিয়ে রক্ষণশীলরা

তেহরান, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটগ্রহণ শেষে শুক্রবার রাত থেকে গণনা শুরু হয়েছে ইরানের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এখনও পর্যন্ত ২০৮ টি সংসদীয় এলাকার মধ্যে ৮২টি এলাকার নির্বাচনের ফলাফলে রক্ষণশীলরা এগিয়ে রয়েছেন।

ইরানের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে নির্বাচনি কেন্দ্রগুলোতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এবারের নির্বাচনে ২৯০টি সংসদীয় আসনের ৭১৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

স্থানীয় সময় গতকাল রাত ১২টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই গণনার কাজ শুরু হয়। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২০৮ টি সংসদীয় এলাকার মধ্যে ৮২টি এলাকার নির্বাচনের ফলাফল বেসরকারীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে রক্ষণশীলরা এগিয়ে রয়েছেন।

গতকাল সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি একইদিন ইরানের বিশেষজ্ঞ পরিষদের মধ্যবর্তী নির্বাচনেরও ভোটগ্রহণ করা হয়।

ভোটাররা বিশেষজ্ঞ পরিষদের সাত সদস্যকে নির্বাচিত করবেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারাদেশে তবে বিশেষজ্ঞ পরিষদের ভোটগ্রহণ হয়েছে শুধুমাত্র তেহরান,কোম,উত্তর খোরাসান, খোরাসান রাজাভি এবং ফার্স প্রদেশে।

প্রসঙ্গত, ইরানে প্রতি চার বছর অন্তর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালে ইরানে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ বছর বা এর বেশি বয়সি সব নাগরিক ভোট দিতে পারেন।

সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি কমেছে বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্সে (বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের সূচক) ছয় ধাপ পিছিয়ে ৩১ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এ সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫-এ। ২০১৯ সালের সূচকে ৬ ধাপ পেছানোর অর্থ, দেশে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি আরও কমেছে।

শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসকাবে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে এ তথ্য তুলে ধরেন ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে 'উগ্রবাদ রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিসার্ফ)।সিটিটিসি প্রধান মনিরুল বলেন, গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্সে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি থেকে ছয় ধাপ কমে বাংলাদেশ ৩১ নম্বরে এসেছে। বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় যে সফলতার পরিচয় দিচ্ছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনীগুলো যে সমতা দেখিয়েছে সেটি বিশ্ব দরবারে প্রচারে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের মিডিয়া।ভবিষ্যতে উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় মিডিয়াকে এ সংক্রান্ত সংবাদ সতর্কতার সাথে পরিবেশনেরও আহ্বান জানান তিনি।

মনিরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ দমনে সুনির্দিষ্ট জাতীয় কোনো স্ট্র্যাটেজি নেই। এটা করতে সময় লাগে। তবে আমরা কাউন্টার ভায়োলেন্স এক্সট্রিমিজম (সিভিই) করতে যাচ্ছি। দুইভাবে আমরা কাজটা করছি। প্রথমত জেনারেল অ্যাপ্রোচ এবং দ্বিতীয়ত ভালনারেবল অ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কথা বলছি।উগ্রবাদে জড়ানোর প্রবণতার বিষয়ে সিটিটিসি প্রধান বলেন, ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছেলেরা সবচেয়ে বেশি উগ্রবাদে জড়াচ্ছে। এসব ভালনারেবল গ্রুপকে মোটিভেট করতে তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করছি। একইসঙ্গে আলেম-ওলামাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা করছি।তিনি বলেন, দেশের বাইরের লোক মনে করে বাংলাদেশের রাস্তায় বের হলে জঙ্গিরা চাপাতি দিয়ে কোপানো শুরু করে। বাস্তব অবস্থাটা গণমাধ্যমকেই প্রচার করতে হবে। যারা অভিযান চালাবে তাদের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। মিডিয়া হাউজের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে। এটা বাড়াতেই সিনিয়র সাংবাদিকদের নিয়ে আজকের এই আয়োজন।এক প্রশ্নের উত্তরে মনিরুল ইসলাম বলেন, সরকারের উদ্যোগে আমরা দেশীয় অবস্থার প্রোপটে উগ্রবাদ প্রতিরোধে কাজ করছি। একাডেমিক রিসার্চ হচ্ছে। যে কাজ আমরা করি, সেটা আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করি।মনিরুল জানান, ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর সন্ত্রাসবাদের মূল বৈশ্বিক প্রবণতা এবং নিদর্শনগুলোর সারসংপে সরবরাহ করে আসছে সিডনির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি)। তাদের ওই সারসংপে প্রতিবেদন গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স (জিটিআই) বলে পরিচিত।

গত বছরের নভেম্বরে জিটিআই-২০১৯ প্রকাশিত হয়। ২৩টি গুণগত ও পরিমাণগত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্বের ১৬৩টি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হয় সূচকটি। এসব দেশের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ। সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছয় ধাপ কমে ৩১তম দেখা যায়। এ অবস্থানের স্কোর ৫.২০৮। অর্থাৎ এ দেশে এখন সন্ত্রাসবাদের প্রভাব মাঝারি মাত্রার। ২০১৮ সালে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫তম।

বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের দোসররা: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের দোসররা ৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলো। তারা ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে তাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। শনিবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপন উপলে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন,৭৫-এর পর ২১টি বছর জাতির পিতার নাম মুছে ফেলা হয়েছিল। আমরা মতায় আসার পর তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত মতায় এসে আবারও মুছে ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনি। সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগ মতায় থাকা অবস্থায় পালন করতে পারছি। তিনি বলেন, বাংলাকে কেউ এখন দারিদ্র্য, দুর্যোগপূর্ণ ও ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত দেশ বলতে পারবে না। বাংলাদেশের একটি মানুষও যেন গৃহহারা না থাকে। যারা গৃহহীন তাদের আমরা ঘর করে দেবো। প্রত্যেক মানুষের একটা ঠিকানা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আমরা প্রযুক্তিকেও এগিয়ে নিতে চাই। প্রযুক্তির জ্ঞান ব্যবহার করে আমরা সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। ভাষা শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না।

ঢাকায় এসে ভাষা দিবসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতীয় কবির মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলে ঢাকায় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে এসে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলির বাসিন্দা, কবি সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে ঢাকায় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হোটেলের বাথরুমে পড়ে যান। তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

কবি সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দাদা গত তিন বছর ধরে মাতৃভাষা দিবসে কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় যেতেন। এ বছরও ঢাকায় ছুটে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কবির মরদেহ তার বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে ছুটে যান স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করেন, সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। তবে পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সবারই আপে, যে কবিতার জন্য জীবনের অনেকটা সময় নিবেদন করেছেন, সেই কবিতা পাঠ অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হলো তাকে।

গুয়াহাটিতে নিষিদ্ধ 'রেপিডো' বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবা

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শনিবার থেকে গুয়াহাটির রাজপথে চলতে পারবে না 'রেপিডো' বাইক-ট্যাক্সি। রাজ্যের পরিবহণ দফতরের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না নেওয়ায় অতি কম সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'রেপিডো' পরিষেবাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কমরূপ মহানগর জেলা পরিবহণ দফতরের জনৈক পদস্থ আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, মহানগরে চলাচলোপযোগী লাইসেন্স না থাকার দরুন কামরূপ মহানগর জেলা পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আজ শনিবার থেকে 'রেপিডো' বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি জোনালিতে অবস্থিত তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সিল করে দিয়েছেন। আধিকারিকটি জানান, নিষিদ্ধ করার পর অনেকে পরিষেবা অব্যাহত রাখতে অনুমতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে পারলে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি দেওয়া হবে। অনুমতি লাভ করলে ফের তাঁরা তাঁদের পরিষেবা চালু করতে পারবেন। এতদিন কোনওধরনের অনুমতি ছাড়াই তাঁরা মহানগরের রাজপথে 'রেপিডো' বাইক চালিয়ে ব্যবসা করছিলেন, বলেন আধিকারিক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বহু যুবক-যুবতী নিজেদের মটর বাইককে 'রেপিডো' পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করে উপার্জনের মাধ্যম করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের খামখেয়ালির জন্য বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবাকে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন বলেও খেদ ব্যক্ত করেছেন আধিকারিকটি।

তিনি আরও জানান, বাইক-ট্যাকসির মালিক এবং 'রেপিডো' কর্তাদের এর আগে বহুবার প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা ওই সব নির্দেশনাকে কানেই তুলেননি।

এদিকে 'রেপিডো' পরিষেবার সঙ্গে জড়িত এক শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে, দু-চাকার বাহনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। আগে সরকারের হাতে এ সম্পর্কিত আইন থাকতে হবে। গত বছরের আগস্টে 'রেপিডো' কর্তৃপক্ষ নাকি অনুমতিপত্র চেয়ে পরিবহণ দফতরে আবেদন দাখিল করেছিলেন। কিন্তু জেলা পরিবহণ দফতর কোনও গুরুত্ব দেয়নি, অভিযোগ সূত্রের।

ভালুক শিকারের অনুমতি পেলেন ডোনাল্ডট্রাম্প জুনিয়র

নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আলাস্কার উত্তর-পশ্চিমে সেওয়ার্ড উপদ্বীপে গ্রিজলি ভালুক শিকারের অনুমতি পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র। আলাস্কার উত্তর-পশ্চিমে সেওয়ার্ড উপদ্বীপে গ্রিজলি ভালুক শিকারের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র। তিনি অনুমতি পেয়েছেন বলে শুক্রবার জানিয়েছেন আলাস্কার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দফতরের প্রধান এডি গ্রাসার। তবে শিকারের জন্য তাঁকে জমা দিতে হবে ১ হাজার ডলার বা ৭১ হাজার টাকার কিছু বেশি। আলাস্কায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকার ভালুক ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী শিকারের অনুমতি দেয়। যারা শিকারের অনুমতি চেয়ে আবেদন করে তাদের মধ্যে থেকে লটারিতে কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হয়। এডি গ্রাসার জানান, প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষ শিকার করার জন্য আবেদনপত্র দেন। শুক্রবার লটারির ফল ঘোষিত হয়েছে। তাতেই দেখা যায়, ভালুক শিকারের অনুমতি পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র।

সাঁইথিয়ায় স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের বিরুদ্ধে বৃদ্ধকে নরবলি দেবার চেষ্টার অভিযোগ

সাঁইথিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বৃদ্ধ কে নরবলি দেবার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের বিরুদ্ধে।ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে কোন রকমে পালিয়ে বাচলেন বৃদ্ধ। ঘটনা বীরভূমের সাইথিয়া পুর এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তির দাবি তাকে শ্মশান কালীর সামনে বলি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মা ও মেয়েকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শিবতলা পাড়ায়।বৃরে অভিযোগের ভিত্তিতে মা ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পলাতক ছেলে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু নরবলি দেবার অভিযোগই শুধু নয়, গত এক বছর ধরে বাড়িতে একটি ঘরে আটকে রাখা হয় বছর সাত্তোরের বৃদ্ধ আক্রান্ত সুধাকর সূত্রধর। এক সময় পেশায় তিনি কাঠের মিস্ত্রী ছিলেন। অভিযোগ স্ত্রী সরস্বতী সূত্রধর ছেলে ব্রজগোপাল সূত্রধর এবং মেয়ে কাঞ্চন সূত্রধর তিনজন মিলে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত্রে তাকে প্রথমে লাঠি নিয়ে ব্যাপক মারধর করে। পরে ভোজালি নিয়ে কোপাতে যায় ছেলে। এই সময়ই সুধাকর বাবু বাথরুম যাব বলে ঘর থেকে বেড়তে গেলে মেয়ে বেধরক মারধোর করে। ওই অবস্থায় দোতলা ছাদ থেকে লাফ দেয বৃদ্ধ। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে স্থানীয় বীণাপাণি ক্লাবে আশ্রয় নেন। পরে ক্লাবের সদস্যরা তাকে সাঁইথিয়া হাসপাতালে ভর্তি করেন।হাসপাতালেই তার মাথায় সেলাই দেওয়া হয়।

সুধাকর বাবু বলেন,' পয়লা বৈশাখ থেকে বাড়ির একটি ঘরের মধ্যে আমাকে আটকে রাখে।আমি ঘর থেকে বেড় হতে চাইলেই ছেলে আর মেয়ে মিলে বেধড়ক মারত। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত। গত রাতে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওরা। আমার ছেলে শ্মশানকালীর পুজো করে। আমাকে আধমরা করে তারপর মা কালীর সামনে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ওদের। আমি বুঝতে পেরে মার খেতে খেতে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিযেছি।'

শনিবার সুধাকর বাবু সাঁইথিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় স্ত্রী ছেলে ও মেয়ের বিরুদ্ধে। স্ত্রী ও মেয়েকে আটক করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। যদিও বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন,নরবলি কোন বিষয নেই। তবে ঐ বৃদ্ধ কে ঘরে আটকে কেন মারধোর করা হত তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মা ও মেয়েকে আটক করা হয়েছে। '

পুলিশ নরবলির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য অন্য কথা বলছে। শিবতলা পাড়ার বাসিন্দা কল্পনা মন্ডলের দাবি, আমরা সুধাকর সূত্রধরের ব্যাপারে ওনার স্ত্রী কাছে জিজ্ঞাসা করলে, খোঁজখবর নিতে গেলে তারা জানাত বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়েছে।অথচ ঐ বৃদ্ধ মানুষ নিজে বলছে এক বছর ধরে ঘরে বন্দী করে রেখেছে। ওরা সবাই কালি পুজো করে তাবিজ কবজ দেয়।'

শিবতলা ক্লাবের সম্পাদক বাবন

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

অপুষ্টি

।। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী।।

আমাদের দেশ উন্নয়নশীল বা developing nation ।এই দেশে প্রতি মিনিটে ৫০টি শিশুর জন্ম হয়। এই দেশে ২৭ মিলিয়ন শিশু আছে। এখনও আমরা ওদের জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য এরা সুস্থ এবং সুন্দরভাবে বড় হয়ে উঠবে। রাস্তাঘাটে শিশুরা ঘোরে, রাস্তায় ঘুমোয়, ভিক্ষে করে, কাজ করে এবং আরও নানা কাজে কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। শিশু শ্রমিকের জন্য দেশটিকে আরও অনুন্নত মনে হয় অন্যান্য বাচ্চারা শহরে যারা বাস করে এবং যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, এরা স্কুলে গিয়ে সময় পেলে এগরোল, চিকেন রোল, পিৎজা ইত্যাদি খাদ্য খাচ্ছে। অযথা মোটা হচ্ছে। কদিন হল আমার কাছে একটি বাচ্চা এসেছিল যে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবং যার ওজন ১০৩ কিলোগ্রাম। প্রচুর মোটা ভুঁড়ি বের করা বাচ্চাদের আমরা দেখি। মা, বাবারা এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে চান না বা অবসর পান না। যার জন্য আমরা একটি ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। কেউ কেউ ভাবেন বেশি খেলেই ভাল, অনেক মা, বাচ্চাদের জোর করে আরও বেশি খাবার দেন। এসব কারণে স্থূলতা বা ওবিসিটি বাড়ছে। আবার গ্রামাঞ্চল থেকে বা বস্তি অঞ্চল থেকে বাচ্চারা আসে যাদের ওজন একেবারেই কম। মানে এরা অপুষ্টিতে ভুগছে। এদের রক্তের অভাব থাকে, ভিটামিন এ-র অভাব থাকে, চোখে সমস্যা থাকে, ক্যালসিয়াম এর অভাব থাকে। সঠিকভাবে তাদের খাওয়াবার সামর্থ্য এই মা, বাবার থাকে না। কোন কোন মা আসেন দুটি বাচ্চা নিয়ে, একটি কোলের শিশু, আর অন্যটি ১২ বছরের বাচ্চা। এরা জানেন না যে দুটি শিশুর মধ্যে অন্তত ৩ বছর ব্যবধান রাখার প্রয়োজন।

প্রতিটি অপুষ্টির পেছনেই কারণ হিসেবে শক্তি এবং প্রোটিনের অভাব থাকে। আমরা গরিব হতে পারি, তবু আমরা জানি না খাদ্যের গুণ সম্বন্ধে। সমগ্র বিশ্বে এই অপুষ্টি একটি বিরাট বড় সমস্যা। লক্ষ লক্ষ শিশুরা ভুগছে এই অপুষ্টির জন্য। দেশে কাজকর্মের গুণগত মানও কমছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছেন এই অপুষ্টির জন্য প্রতি বছর প্রায় ৩ মিলিয়ন শিশু মারা যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় ১৪৬ মিলিয়ন শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। তার মধ্যে ১০৬ মিলিয়ন শিশুরা ১০টি দেশে থাকে। ভারতবর্ষে ৫৭ মিলিয়ন বাচ্চার নানা ধরনের পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং এরা সবাই অপুষ্টির শিকার। এর মধ্যে বহু শিশু বেঁটে হয়ে যায়। বহু শিশু এশিয়া ও আফ্রিকাতে থাকে। যদিও ভারতবর্ষে জিডিপি বেড়েছে ৫০ শতাংশ, তবু সমস্ত পৃথিবীর তিন ভাগের এক অংশ অপুষ্টির রোগীরা এই দেশের। কত রকমের প্রকল্প এই দেশে হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টির জন্য, তবুও এই দৃশ্য পাল্টায়নি।

যারা আর্থসামাজিক ভাবে উন্নত ঐসব বাচ্চারা মোটা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে আছে। বেশি অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চা দেখা যায়--- মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহারে। সবচাইতে কম দেখা যায় মিজোরামে, সিকিমে, মণিপুরে, কেরল, পাঞ্জাব এবং গোয়াতে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের বাচ্চাদের ওজন কম। বেশিরভাগ অপুষ্টি আমরা গ্রাম দেশে ও দরিদ্র মানুষদের মধ্যে দেখি।

৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সে, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে বা বয়স বেশি হলে অপুষ্টি বেশি দেখা যায়। জন্মের আগেও ২ বছর বয়সের মধ্যে অপুষ্টি থাকলে মস্তিষ্কের বিকাশ কমে যায়।

ডব্লিউএইচও বলছেন পি. ই. এম বেশিরভাগ ১ বছর বয়সের নীরব হয় এবং সাথে অন্যান্য ইনফেকশন থাকে, ওজন, বিকাশ কম হয়। সমস্যাগুলি বাড়বে, মাংসপেশি শুকিয়ে যাবে, চামড়ার নীচে চর্বি কমে যাবে, পেটের বেশ কয়েকটি ভিসারা ভালভাবে কাজ করতে পারে না। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যার জন্যে immunity কমে যায়। যার জন্য ইনফেকশন হয়, শক্ হয় এবং মৃত্যুও হতে পারে। ওজন, উচ্চতা, হাতের, মাথায় মাপ এগুলি সব বয়স অনুপাতে দেখে বিচার করতে হবে। ওজন ও হাতের মাপ খুব তাড়াতাড়ি কমে, উচ্চতা ও মাথায় মাপ কমতে বেশি সময় লাগে। একটি শিশুর ওজন কম হতে পারে, কিন্তু উচ্চতা সহজে কমে না। বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম হলে আমরা বলি অপুষ্টির জন্য এটা হয়েছে।

১-৫ বছর বয়সের মধ্যে হাতের মাপ ১৬.৫-১৭.৫ সেমি থাকে, কিন্তু যদি তার মাপ ১২.৫ সেমি দেখা যায় তবে বলতে হবে শিশুটি অপুষ্টিতে ভুগছে। যখন কোন স্বাস্থ্য প্রকল্পে বহু শিশু দেখা হয়, তখন এই মাপটি নিতে হবে। এই মাপগুলি একটি স্বাস্থ্যবান বাচ্চার সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। মা বাবারা একটুও ভাবছেন না যে সন্তানগুলিকে ঠিকভাবে খাওয়াতে বা শিক্ষা দিতে পারবেন কিনা। এভাবে যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, তবে কোনও কাজই আমরা করতে পারব না। এখন নাকি আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ১৩৭ মিলিয়ন। শেয়ালদা স্টেশনে বা যে কোন জায়গায় গেলেই এতো বেশি মানুষ দেখতে হয় যে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। সেই তুলনায় বিদেশে, সুইজারল্যান্ড, প্যারিস, রোম বা অস্ট্রেলিয়াতে, রাস্তায় মানুষ পাওয়াই যায় না। এদের লোক অনেক কম এবং শিক্ষা অনেক বেশি। এসব কারণেই আমাদের দেশকে এখনও উন্নয়নশীল বা developing nation বলা হয়।

''ওর জীবন নিয়ে অসামান্য সিনেমা হয়'', বন্ধু তাপসের স্মৃতিচারণায় চিরঞ্জিত

এখনও অনেক মানুষ বেঁচেবর্তে আছেন যাঁরা অজিতেশের অভিনয়ে বিখ্যাত ''শের আফগান'' দেখেছেন। এবং আজ থেকে রজতাভর ''শের আফগান''-ও দেখবেন। তুলনায় তো অজিতেশ আসবেনই। এই চ্যালেঞ্জ রজতাভর কাছে কতখানি? রজতাভ উত্তর, ''প্রত্যেকটা নতুন নাটকই চ্যালেঞ্জ। তবে আগের অভিনেতা অজিতেশ থাকায় ভয় বা চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন আসে না। সমীহ হয়।'' ২০২০ সালের ভাষায় ও পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে স্থাপন করে, সমসাময়িক জীবনের ছন্দে পরিচালনা করছেন দেবেশ নতুন রূপের ''শের আফগান'' ।নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে একটি অভিনব মহলা পদ্ধতির মাধ্যমে। কেমন সে পদ্ধতি? দেবেশ জানালেন, নাটকের স্ক্রিপ্ট বলে কিছু শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। মাসছয়েক আগে প্রিপ্রোডাকশনের সময় থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নাটকের দৃশ্য বা সিকোয়েন্সের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন পরিচালক মৌখিকভাবে। এসব ঘটনায় বা সিকোয়েন্সে একজন ব্যক্তি বা অভিনেতার যা প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটাই সংলাপ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সংলাপ ও শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া তাতক্ষণিকভাবে তৈরি হয়েছে মুখে মুখে।কেন এভাবে মহলা? পরিচালকের মতে এভাবে রিহার্সাল দেওয়া হলে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর রিঅ্যাকশন, সংলাপ বলা খুব স্বতঃস্ফূর্ত, সপ্রতিভ হয়ে ওঠে।

মুখস্থ করা সংলাপ বলে মনে হয় না।এ নাটকে আসছে মানুষের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা। আসছে বাস্তব ও কল্পনার সহাবস্থান ও সংঘাত। যুক্তি ও যুক্তিহীনতার ধন্দ নিয়ে দেবেশ ''শের আফগান''-কে এক স্বতন্ত্র মানুষের রাজকীয় স্বেচ্ছা নির্বাসনের কাহিনি হিসেবেই মঞ্চে আনবেন। যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মিথ্যা কল্পনার ব্যাপার রয়েছে নায়কের মধ্যে, তাই মনোবিদ অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা নিয়েছেন পরিচালক নাটকের প্রস্তুতিপর্বে।এরকম বিপর্যস্ত সময়ে এক ব্যতিক্রমী মানুষের মনের বৈকল্য বা জটিলতা নিয়ে ইনডিভিজুয়ালের জন্য নাটক করা কেন? এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা কী? দেবেশ বললেন, ''এটি আদৌ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাটক নয়। কোটি-কোটি মানুষের ব্যক্তিমানসের চেতন অবচেতনের জটিলতার প্রতিফলন। অজিতেশ যখন এ নাটক করেন তখনও নানা কারণে বামপন্থী মহলে বাঁকা সমালোচনা হয়েছিল।'' এহেন বিতর্কিত নাটকে অভিনয় করতে রাজি হলেন কেন রজতাভ দত্ত? বর্ষীয়ান অভিনেতার প্রতি সম্ভ্রম রেখেই তাঁর বয়ান, ''দেবেশের সঙ্গে তিনটে নাটক আমাকে এক-একটা নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। পৃথিবীর নানা বিষয়ে ওর অগাধ জ্ঞান আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।''এ নাটকে মঞ্চ, আলো, আবহ, পোশাক, সাজসজ্জা, সব কিছুর সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে জুড়েছেন দেবেশ নিজে। মঞ্চসজ্জায় সহযোগিতা করেছেন শিল্পী ছত্রপতি দত্ত। সংগীত শ্রেয়ান চট্টোপাধ্যায়ের। পোশাক পরিকল্পনায় কেয়া চক্রবর্তী ও ময়ূরছন্দা ঘোষ।প্রথম ''শের আফগান''এ যাঁরা অভিনয় করেছিলেন এবং এখনও দিব্য আছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ডক্টর পবিত্র সরকার, রণজিত চক্রবর্তী প্রমুখ। নতুন নাটকে শের আফগানের কল্পিত দরবারের এক মুখ্য সভাসদ হচ্ছেন রণজিত।শম্ভু মিত্র অভিনীত ''তুঘলক'' চরিত্রে ফের অভিনয় করার পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ''শের আফগান''-এর মিথকে রজতাভ দত্ত কতটা ভাঙতে পারবেন, তা এখন দেখার।

মেয়ের পর বাবা, বোরখা ইস্যুতে এবার তসলিমাকে একহাত নিলেন রহমান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এ আর রহমানের কন্যা খাতিজাকে বোরখায় দেখলে তাঁর দমবন্ধ লাগে। কিছুদিন আগে এমন মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন। লেখিকাকে এই প্রসঙ্গে কটাক্ষও করেছিলেন খাতিজা। এবার একই ইস্যু নিয়ে মুখ খুললেন খোদ এ আর রহমান। মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও একহাত নেন তসলিমাকে।একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে রহমান বলেন, তারা জানে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ভাল বা মন্দটা নিতে হবে। তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত। খাতিজাকেও তাঁরা সেভাবেই বড় করেছেন। আর তারপর খাতিজা নিজের ইচ্ছাতেই গায়ে তুলে নিয়েছেন বোরখা। রহমান এও বলেন, এই বিষয়টি ধর্মের বাইরে এক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। ধর্মের ভেদাভেদকে কখনও গুরুত্ব দেন না তাঁর মেয়ে। খাতিজা একসময় একটি গান গেয়েছিলেন- ''অহিংসা''। সেটি অনেকে তাঁদের রিংটোন রেখেছিলেন। যদি পুরুষদের বোরখা পরার চল থাকত, তবে তিনিও পরতেন বলে জানিয়েছেন রহমান।

খাতিজা এমন একজন, যিনি তার পরিচারিকার আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যান। তিনি নিজেই মাঝে মাঝে খাতিজার এমন কাজকর্মে বিস্মিত হয়ে যান।প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে একটি টুইট করেন তসলিমা। সেখানে বোরখা পরার জন্য একহাত নেন এ আর রহমানের মেয়ে খাতিজাকে। লেখিকা টুইটে স্পষ্ট অক্ষরে লেখেন, ''একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ের চিন্তাধারাও কীভাবে মগজধোলাই করে বদলে ফেলা হয়, তা ভাবলেও অবাক লাগে!'' এর পরিপ্রেক্ষিতেই এমন ঝাঁজালো টুইট করেন রহমানকন্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি লেখেন তিনি। সেখানে রহমানকন্যা জানান, দেশে এতকিছু ঘটে চলেছে আর একটা মেয়ে কী পোশাক পরতে চায়, সবাই তা নিয়ে ব্যস্ত। সরাসরি তসলিমা নাসরিনকে সম্বোধন করেন তিনি লেখেন, ''প্রিয় তসলিমা নাসরিন, যদি আপনি আমার পোশাকের জন্য দমবন্ধ অনুভব করেন তবে আমি দুঃখিত। প্লিজ খানিকটা তাজা বাতাস নিয়ে আসুন। কারণ, আমার তো দমবন্ধ লাগছে না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার জন্য আমি গর্বিত। আমার প্রস্তাব, প্লিজ আপনি গুগল করে নারীবাদের আসল মানে দেখে নিন। কারণ, কোনও মহিলার উপর ফেটে পড়া বা এমন ইস্যুতে কোনও মেয়ের বাবাকে টেনে আনার মতো ঘটনাকে নারীবাদ বলে না। আর আমি আপনাকে আমার কোনও ছবি পাঠিয়েছি বলেও তো মনে পড়ে না।''

শেষ চিঠিতে স্ত্রী-কন্যার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন সুভাষ

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ কৃষ্ণা বসু ও তাঁর ''নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো''-তে রাখা নেতাজীর সহস্তে লেখা চিঠি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, নেতাজি বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের মেয়েই অনিতা বসু। বিবাহের পরে যিনি অনিতা পাপ। সেই চিঠিতে স্ত্রী কন্যার বসু পরিবারে স্বীকৃতি চেয়েছিলেন সুভাষ। বিতর্কের অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকক্ষেত্রেই একটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। কি সেই কারণ? বলা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৩ নভেম্বর চীন ভ্রমণের ভিসার আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি অবিবাহিত আর স্বহস্তে স্বাক্ষর করেছেন।(পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মহাফেজখানার নথি - নং ৫২৪/৩৯)। কিন্তু কৃষ্ণা বসুর লেখা ''আ ট্রু লাভ স্টোরি-এমিলি অ্যান্ড সুভাষ'' বইতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে নেতাজী ও এমিলি ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিবাহ করেছিলেন। এই তথ্য তারা অনেক পরে জানতে পারেন। যারা এই তথ্য বিশ্বাস করেন না , বা এই তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন তাদের নেতাজীর নিজের হাতের লেখা চিঠি ধন্ধে ফেলতে পারে। চিঠিতে সুভাষ তাঁর ফিরে না আসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্পষ্ট লিখেছেন তাঁর বিবাহ ও মেয়ের কথা। লিখেছেন যেন তিনি না থাকলে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে যেন গ্রহন করে তাঁর পরিবার। এই চিঠিই তাঁর লেখা শেষ চিঠি যা তিনি দিয়েছিলেন শরতচন্দ্র বসুকে।কি লেখা আছে সেই চিঠিতে? বার্লিন ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে সুভাষ তাঁর মেজদাদা শরতচন্দ্র বোসকে লিখেছেন , ''আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয় তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি। - যথা সময়ে এই সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছিবে।'' এরপরেই নিজের স্ত্রী ও মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন নেতাজী।তিনি লিখেছেন, ''আমি এখানে বিবাহ করেছি এবং আমার একটি কন্য হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে - যেমন সারা জীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য শেষ করুক - সফল ও পূর্ণ করুক - ইহাই ভগবানের প্রতি আমার শেষ প্রার্থনা।'' চিঠির শেষে লেখা রয়েছে। ''আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহন করিবে - মা , মেজ বৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে। ইতি তোমার স্নেহের ভ্রাতা সুভাষ।'' এবার বিতর্ক এখানেও থামতে না পারে কারণ এখানে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের নাম উল্লেখ করা হয়নি। পাশাপাশি অনেকেই বলতে পারেন কি প্রমাণ রয়েছে ওই লেখা নেতাজীরই।তবে তো প্রশ্ন উঠতে পারে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এবং কৃষ্ণা বসুর লেখা বই নিয়ে। প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। তবু বাস্তব তো বাস্তবই হয়।কৃষ্ণা বসুর সন্তান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুগত বসুর লেখা ''হিজ ম্যাজেস্টিজ অপোনেন্ট-সুভাষ চন্দ্র বসু অ্যান্ড ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল এগেইনস্ট এম্পায়ার''-এ লিখেছেন, এমিলির সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই সুভাষের জীবনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল। দুজনের মধ্যে প্রেমপত্র বিনিময় হত। এমিলিকে উদ্ধৃত করে সুগত বসু তার বইতে লিখেছেন, প্রেমের আভাসটা সুভাষ চন্দ্র বসুর দিক থেকেই এসেছিল।১৯৩৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে পরের বছর দু''য়েক অস্ট্রিয়া আর চেকোস্লোভাকিয়াতে থাকার সময় সম্পর্কটা আরো মধুর হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সাহায্য পাওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপের মধ্যে সুভাষচন্দ্র নিজের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতেন। তারপর চিঠিতে উঠে আসে দু''জনের আবেগঘন কথোপকথন। সুভাষ চন্দ্র এক চিঠিতেই লিখেছিলেন, ''আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। হতে পারে, পুরো জীবনটাই হয়তো জেলে কাটাতে হবে, অথবা আমাকে গুলি করা হবে, কিংবা ফাঁসিও হতে পারে।এও সম্ভব যে তুমি হয়তো আমাকে কখনো আর দেখতেই পাবে না, অথবা আমি হয়তো কখনো তোমাকে চিঠিও লিখতে পারব না। কিন্তু ভরসা রেখ, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে, আমার মনে, আমার স্বপ্নে থাকবে। যদি এই জীবনে সম্ভব না হয়, তাহলে পরের জীবনে তোমার সঙ্গেই থাকব আমি।'' এই চিঠি দেওয়া-নেওয়ার পালার মাঝেই যেবার এমিলি আর সুভাষের দেখা হয়েছিল, তখনই তারা বিয়ে করেন। ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর তাদের বিয়ে হয়েছিল অস্ট্রিয়ার বাদগাস্তিনে। দুজনেরই পছন্দের রিসর্ট ছিল ওটা। তবে দুজনেই নিজেদের বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শাহিদ-করিনার সম্পর্ক কেন ভেঙেছিল, জানালেন বেবো নিজেই

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বলিউডে যতজন তারকার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে কিংবা গুজব রটেছে তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় শাহিদ-করিনার প্রেম। দুই তারকারই তখন কেরিয়ার তুঙ্গে। একের পর হিট ছবি করছেন দুই অভিনেতাই। নিন্দুকেরা সমালোচনা করলেও বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে শাহিদ এবং করিনার ছবি। ছবির জমিয়ে ব্যবসার মাঝেই অনস্ক্রিন একসঙ্গে জুটিও বেঁধেছিলেন দু''জন। আর সেই সময়েই প্রেমের শুরু। যদিও প্রেমের মেয়াদ ছিল বছর তিনেক। কেন ভেঙে যায় বেবো এবং শাহিদের সম্পর্ক তা নিয়ে সেসময় খোলসা করে কিছুই বলেননি দুই তারকার কেউই। তবে এতবছর পরে ফের শিরোনামে শাহিদ-করিনার প্রেম। সম্পর্কের নানা অজানা কথা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং বেবো। ক্যামেরার সামনেই জানিয়েছেন কেন

ভেঙেছিল তাঁদের সম্পর্ক। করিনার কথায়, ''ভাগ্যের অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল। জীবন সেই পথেই এগিয়েছে। আমাদের দু''জনের পথও আলাদা হয়ে গিয়েছে।'' শাহিদ-করিনা জুটির সবচেয়ে সফল ছবি ''জব উই মেট''। ২০০৭ সালে ইমতিয়াজ আলির পরিচালনায় রিলিজ হয়েছিল এই ছবি। মাঝে ১৩ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তবুও একটুও ফিকে হয়নি ছবির প্রতি দর্শকদের ভালবাসা। বরং এক দশক পেরিয়ে গেলেও লোকের মুখে বারবার ফিরে আসে আদিত্য আর গীতের প্রেম কাহিনী। অথচ শোনা যায় এই রোম্যান্টিক ছবির শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই নাকি ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিল শাহিদ কাপুর আর করিনার মধ্যে। ''জব উই মেট'' রিলিজের পর আচমকাই শোনা যায় শাহিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে করিনা কাপুরের। ইতিমধ্যেই ছোটে নবাব সইফ আলি খানের সঙ্গে ডেট করতে শুরু করেন বেবো। বিটাউন নতুন জুটির নাম দেয় ''সইফিনা''। এর মাঝে মীরা রাজপুতের সঙ্গে বিয়ে সেরেছেন শাহিদও। বলিউডের চকোলেট হিরোর থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট মীরা। টিনসেল টাউনের পরিচিত মুখও নন তিনি। এমনকি শাহিদ কাপুরের সঙ্গে মীরার বিয়েটাও হয়ে যায় আচমকাই। সেসময় দুই তারকার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেই নানা মুনি নানা মত দিয়েছিলেন। তবে আজ দু''জনের ঘরতর সংসারী। দুই সন্তানের বাবা শাহিদ সময় পেলেই বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অন্যদিকে তৈমুরকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া তোই সইফ আর করিনার রুটিনের মধ্যেই পরে। তবে সবকিছু অনেক বদলে গেলেও এখনও দর্শকদের মন থেকে ফিকে হয়নি শাহিদ-করিনার প্রেমের রঙ।

খুব অপমানজনক'', নেটদুনিয়ায় ''মিস্টার ইন্ডিয়া'' রিমেক তরজায় সরব সোনম কাপুর

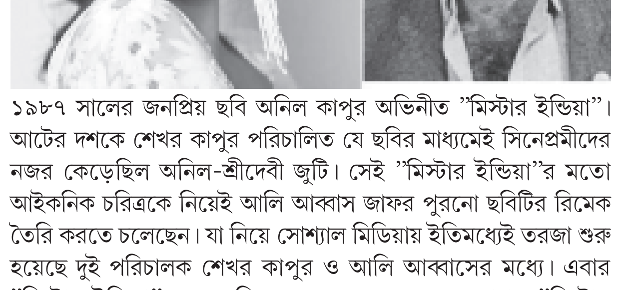

১৯৮৭ সালের জনপ্রিয় ছবি অনিল কাপুর অভিনীত ''মিস্টার ইন্ডিয়া''। আটের দশকে শেখর কাপুর পরিচালিত যে ছবির মাধ্যমেই সিনেপ্রমীদের নজর কেড়েছিল অনিল-শ্রীদেবী জুটি। সেই ''মিস্টার ইন্ডিয়া''র মতো আইকনিক চরিত্রকে নিয়েই আলি আব্বাস জাফর পুরনো ছবিটির রিমেক তৈরি করতে চলেছেন। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই তরজা শুরু হয়েছে দুই পরিচালক শেখর কাপুর ও আলি আব্বাসের মধ্যে। এবার ''মিস্টার ইন্ডিয়া'' তরজা নিয়ে মুখ খুললেন সোনম কাপুর।''মিস্টার ইন্ডিয়া''র রিমেক করার কথা অনিল কাপুর কিংবা পরিচালক শেখর কাপুর দু''জনের কাউকেই জানানো হয়নি বলে জানিয়েছেন তাঁরা। শেখর কাপুর টুইটে জানিয়েছেন, ''আমাকে কেই জানায়নি যে মিস্টার ইন্ডিয়া ২ হতে চলেছে। আমার মনে হয়, ওঁরা মনে হয় শুধু ছবির নামটাই ব্যবহার করছে। কিন্তু ছবির গল্প হোক কিংবা চরিত্র, কোনওটাই অনুমতি ছাড়া ওরা অনুকরণ করতে পারে না।'' প্রসঙ্গত, আলি আব্বাস সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রজেক্টের কথা ঘোষণার পরই শেখর কাপুরের নজরে আসে তা।এবার পরিচালক আলি আব্বাস জাফরকে একহাত নিলেন অনিলকন্যা সোনম কাপুর। সোনমের কথায়, ''অনেকেই আমাকে মিস্টার ইন্ডিয়া''র রিমেক নিয়ে প্রশ্ন করছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমার বাবা জানেনও না যে ছবিটার রিমেক হচ্ছে। আলি আব্বাস জাফরের টুইট থেকেই আমরা জানতে পারি। ব্যাপারটা সত্যিই খুব অপমানজনক এবং দুঃখের। যদি খবরটা সত্যি হয়, তাহলে কেউ একবার বাবা কিংবা শেখর কাকুকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বলে মনে করল না! এই দু''জনই যে অবদান রয়েছে ছবিটা তৈরির নেপথ্যে। অনেক কষ্ট করে ছবিটা বানিয়েছেন ওঁরা। আমার বাবার কেরিয়ারেও বিশেষ ছবি। আত্মিক দিক দিয়ে খুব কাছের। আমার মনে হয়, প্রত্যেকের কাজের প্রতিই একটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত।''

ফের বড় পর্দায় আসছেন সারা আলি খান, এবার জোড়া ভূমিকায়, সারার পাশে থাকছেন অক্ষয়, ধনুষ

২০১৮ এ প্রথম বড়পর্দায় আসা। আর এরই মধ্যে আগামী বছর অর্থাত ২০২১ এ জোড়া ভূমিকায় পর্দায় আসছেন পাতৌদি বংশের এই অভিনেত্রী। এতটুকু পড়ে সিনেপ্রেমীরা বুঝেই গেছেন কার কথা হচ্ছে। সারা আলি খানের। পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের সিনেমা ''আতরাঙ্গি রে'' আগামী বছর ''ভ্যালেন্টাইনস ডে'' তে মুক্তি

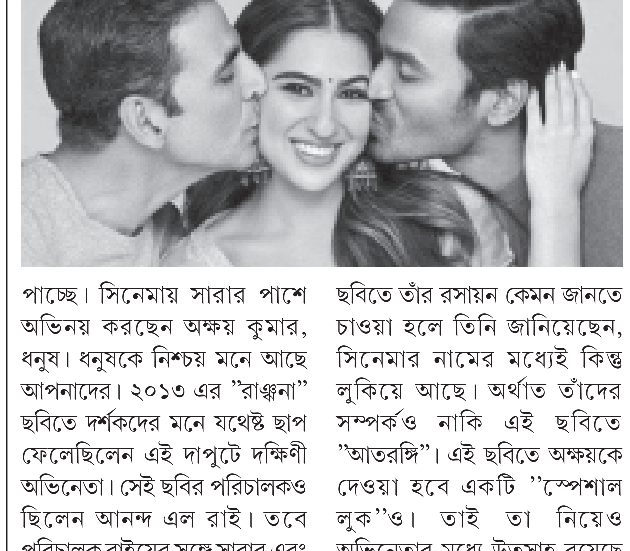

পাচ্ছে। সিনেমায় সারার পাশে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার, ধনুষ। ধনুষকে নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। ২০১৩ এর ''রাঞ্ঝনা'' ছবিতে দর্শকদের মনে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিলেন এই দাপুটে দক্ষিণী অভিনেতা। সেই ছবির পরিচালকও ছিলেন আনন্দ এল রাই। তবে পরিচালক রাইয়ের সঙ্গে সারার এবং অক্ষয়ের এটি প্রথম কাজ।আবার এই দুই অভিনেতার সঙ্গে সারার এটিই প্রথম কাজ। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছসিত তিনি। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল সাইটে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের এই সিনেমা নিয়ে কাজের কথা এবং ছবি। সারা এবং ধনুষ দুজনেই এ বছরের মার্চে শুরু করছেন ছবির কাজ। অক্ষয় যোগ দেবেন এপ্রিলে। তিনি বলছেন, এই দুই অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনিও মুখিয়ে আছেন। আর তাঁদের সঙ্গে এই ছবিতে তাঁর রসায়ন কেমন জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়েছেন, সিনেমার নামের মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে। অর্থাত তাঁদের সম্পর্কও নাকি এই ছবিতে ''আতরঙ্গি''। এই ছবিতে অক্ষয়কে দেওয়া হবে একটি ''স্পেশাল লুক''ও। তাই তা নিয়েও অভিনেতার মধ্যে উতসাহ রয়েছে যথেষ্ট।এখানে দুটো সময়ের দুটো প্রেম কাহিনী দেখানো হবে।

শনিবার শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পুজার্চনায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

মা বাবার ইচ্ছায় সরকার চলে না, সংস্কৃত টৌল বন্ধ হবেই, বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে সংস্কৃত টৌল ও মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে বলে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কেন সংস্কৃত টৌল এবং মাদ্রাসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে ফের তাঁর দৃঢ় স্থিতি ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সংস্কৃত টৌল বন্ধ করা হবে, ঘোষণা করার পর আপনার (শিক্ষামন্ত্রী) মা মৃণালিনী দেবী এর বিরোধিতা করেছেন, মায়ের বিপরীত স্থিতি নেবেন? সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের চটজলদি জবাব, 'বাবা—মায়ের কথায় সরকার চলে না। সরকার চলে তার নিজস্ব নিয়মে, যুক্তির ওপর ভিত্তি করে।' তিনি বলেন, 'সংস্কৃত টৌল কিংবা মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত বেশ কিছু যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব যুক্তি বিধানসভায় তুলে ধরব।

আমার যুক্তি শুনে রাজ্যবাসী আমাকে সমর্থন করবেন। কেননা অসমে সংস্কৃত টৌলের ৮০ শতাংশ আজকের দিনে অর্থহীন। এগুলো অবৈধ উপায়ে মাধ্যমিক পাশ করার কারখানায় পরিণত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বহু সংস্কৃত টোল এবার মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীই দিতে পারেনি। তাই সরকারের অর্থ অপচয় করতে দেওয়া যায় না। সরকারি প্রকল্প সরকারের নিয়মেই চলবে।'

মেলানিয়ার স্কুল পরিদর্শন থেকে বাদ কেজরিওয়াল-সিসোদিয়ার নাম, ক্ষুব্ধ আপ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দিল্লি স্কুল সফরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় ক্ষুব্ধ আপ।

শেষ মুহূর্তে জানা গেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সফরে মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দিল্লির স্কুল পরিদর্শনের সময় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দলেরই দুই শীর্ষ নেতার নাম না থাকা নিয়ে ক্ষুব্ধ আম আদমি পার্টি (আপ) ঊ আপের অভিযোগ, বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকার ষড়যন্ত্র করে তাদের নাম বাতিল করে দেয়। এনিয়ে আপ নেত্রী প্রীতি শর্মা টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আপনি কেজরিওয়ালকে আমন্ত্রণ নাই জানাতে পারেন, কিন্তু ওঁর কাজ ওঁদের হয়ে কথা বলবে।"

প্রসঙ্গত, আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। আমদাবাদ এবং তাজমহল দর্শন সেরে মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই সময়ে দক্ষিণ দিল্লির সরকারি স্কুল ঘুরে দেখবেন মেলানিয়া ট্রাম্প। স্কুলে মেলানিয়াকে স্বাগত জানানোর কথা ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ারর। শিশুদের কাছে পঠন-পাঠনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁরা আর কী কী পদক্ষেপ করেছেন, তা সবিস্তারে বর্ণনা মার্কিন ফার্স্ট লেডিকে জানানোর কথা ছিল তাঁদের। এ নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে তাঁদের একদফা কথাও হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন খোদ উপমুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাতিল হয়। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ আপ।

২৫ ফেব্রুয়ারি উচ্চস্তরীয় কমিটির হাত থেকে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা সংক্রান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য ক্যাবিনেটের উপস্থিতিতে উচ্চস্তরীয় কমিটির হাত থেকে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা সংক্রান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রহণ করেননি বলে এক বিভ্রান্তিকর খবর রাজ্যে চাউর হয়েছিল। ওই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। সম্প্রচারিত খবরে যখন প্রতিক্রিয়া চলছে তখন এই খবরের কোনও সারবত্তা নেই দাবি করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন রাজ্য সরকারের সেকেন্ড-ইন চিফ, মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা সংক্রান্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ না করে খামখেয়ালিপনা করছে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এ ধরনের গুজব প্রচার করে মানুষকে বিপথে পরিচালনা করার কেন চেষ্টা করা হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিপ্লবকুমার শর্মা নেতৃত্বাধীন উচ্চস্তরীয় কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করতে দিল্লিতে পড়ে রয়েছে বলে মুখরোচক খবর সম্প্রচারিত হচ্ছিল। যে খবরের মোটেও সারবত্তা নেই। সত্য খবর হল, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য ক্যাবিনেটের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফার প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন। প্রতিবেদন গ্রহণ করেই তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠানো হবে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

তথ্য সম্পর্কে জনগণের সচেতন হওয়া গণতন্ত্রের জন্য অত্যাবশ্যক : রাষ্ট্রপতি

বেঙ্গালুরু, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তথ্য সম্পর্কে জনগণের সচেতন হওয়া গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা ছাড়া তা মোটেও সম্ভব নয়। শনিবার বেঙ্গালুরুতে 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার দ্বারা আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সত্যে পৌঁছনোর জন্য প্রাচীনকাল থেকেই বিতর্ক এবং আলোচনা ভারতের সামাজিক মানসিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ নেই যে, পরিস্থিতিতেই সত্যের উপলব্ধি হয়। কুসংস্কার এবং হিংসা সত্যের সন্ধানকে নষ্ট করে দেয়।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, কখনও কখনও মতবাদ এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কার সত্যকে বিকৃত করেঊ গান্ধীজী সত্যের সন্ধানে আমাদের পথ দেখিয়েছেনঊ রাষ্ট্রপতির কথায়, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাংবাদিকতা এবং গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, তবে বর্তমান প্রজন্মে এটি অনেক উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। নতুন মিডিয়া দ্রুত এবং জনপ্রিয়, মানুষ যা দেখতে, শুনতে ও পড়তে চান তাই বেছে নিতে পারেন।

বড়োল্যান্ড : আসন্ন বিটিসি নির্বাচন, বাড়ছে রাজনৈতিক হিংসা, খুন বিপিএফ কর্মী

ওদালগুড়ি (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি) (নবনামাঙ্কিত বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন সংক্ষেপে বিটিআর, যদিও এখনও এর কার্যকারিতা শুরু হয়নি)-এর সামগ্রিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সন্ধ্যারাতে ওদালগুড়ি জেলার পানেরি থানার অন্তর্গত ভুটিয়াচাঙের মঙ্গলদৈ-ভুটিয়াচাং রোডে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন ক্ষমতাসীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর জনৈক কর্মী। গুলিবিদ্ধ নিহত বিপিএফ কর্মীকে ৩৩ নম্বর ননৈ সেরফাং পরিষদীয় এলাকার খায়রুল হক (৫০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল সন্ধ্যারাত প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ ভূটান সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার শেষে তাঁর ২ নম্বর গরুয়াঝাড়ের বাড়িতে ফিরছিলেন খায়রুল হক। কিন্তু মঙ্গলদৈ-ভুটিয়াচাং রোডে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বত্ত শূন্য দূরত্ব থেকে তাঁকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই রক্ত ঝরিয়ে লুটে পড়েন হক। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় পানেরি থানার পুলিশ। তাঁরা মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে নিয়ে যায় থানায়। সেখান থেকে ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহটি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ বিকেলে খায়রুল হকের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

এদিকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দুর্বৃত্তদের আটক করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি। দুর্বত্তকে ধরতে পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির পত্নী শিউলি মহিলারির গাড়িতে হামলা চালিয়েছিল কতিপয় দুর্বৃত্ত। ওই গাড়িতে শিউলির সঙ্গে ছিল তাঁদের দুই নাবালক ছেলে। সৌভাগ্যক্রমে কারোর ক্ষতি হয়নি।

জম্মু ও কাশ্মীরে ১২টি সফল অভিযানে নিকেশ ২৫ জন সন্ত্রাসবাদী : ডিজিপি

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে ১২টি সফল অভিযানে নিকেশ হয়েছে ২৫ জন সন্ত্রাসবাদী, তার মধ্যে কাশ্মীরে খতম হয়েছে ৯ জন জঙ্গি, জম্মুতে ৩-৪ জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৪০-এরও বেশি জঙ্গিদের মদতদাতাকে। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং। ডিজিপি জানিয়েছেন, ২০২০ সালে এখনও পর্যন্ত ১২টি সফল অভিযানে নিকেশ হয়েছে ২৫ জন সন্ত্রাসবাদী, তার মধ্যে কাশ্মীরে খতম হয়েছে ৯ জন জঙ্গি, জম্মুতে ৩-৪ জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৪০-এরও বেশি জঙ্গিদের মদতদাতাকে।

শুক্রবার রাতেই দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর অভিযানে খতম হয়েছে ২ জন লস্কর-ই-তৈইবা (এলইটি) সন্ত্রাসবাদীঊ এই অভিযান প্রসঙ্গে ডিজিপি জানিয়েছেন, অনন্তনাগে শুক্রবার রাতের অভিযানে নাভেদ আহমেদ ভাট ওরফে ফুরকান এবং আকিব ইয়াসিন ভাট নামে ২ জন লস্কর-ই-তৈইবা (এলইটি) সন্ত্রাসবাদী খতম হয়েছেঊ ওই ২ জন সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে একাধিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

বিতর্কিত মন্তব্য ! ওয়ারিস পাঠানের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর

বেঙ্গালুরু, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): '১৫ কোটি মুসলমানই ১০০ কোটি হিন্দুকে দমিয়ে রাখতে পারে।' বিতর্কিত এই মন্তব্যের জেরে আরও অস্বস্তিতে পড়লেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) নেতা তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন বিধায়ক ওয়ারিস পাঠান। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ওয়ারিস পাঠানের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭, ১৫৩ এবং ১৫৩ এ ধারায় এফআইআর রুজু করা হয়েছে। একজন আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে পাঠানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

কয়েকদিন আগেকার একটি ভিডিও-তে প্রকাশ্যে জাতি-হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওয়ারিস পাঠানের বিরুদ্ধে। ওয়ারিসকে ভিডিও-তে বলতে শোনা যায়,

ছয়ের পাতায়

আপের অভিযোগ উড়িয়ে দিল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দিল্লি স্কুল পরিদর্শনকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় ক্ষুব্ধ আপের অভিযোগ উড়িয়ে দিল বিজেপিঊ শনিবার বিজেপি সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, এবিষয়ে তাঁদের কিছু করার নেই।

শেষ মুহূর্তে জানা গেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সফরে মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দিল্লির স্কুল পরিদর্শনের সময় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দলেরই দুই শীর্ষ নেতার নাম না থাকা নিয়ে ক্ষুব্ধ আম আদমি পার্টি (আপ) ঊ আপের অভিযোগ, বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকার ষড়যন্ত্র করে তাদের নাম বাতিল করে দেয়। এনিয়ে আপ নেত্রী প্রীতি শর্মা টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আপনি কেজরিওয়ালকে আমন্ত্রণ নাই জানাতে পারেন, কিন্তু ওঁর কাজ ওঁদের হয়ে কথা বলবে।"

বিজেপির তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র বলেন, "কিছু বিষয় নিয়ে নীচু স্তরের রাজনীতি না হওয়াই ভাল। এ ভাবে পরস্পরের নামে কুকথা বললে দেশের বদনাম হবে। তাছাড়া আমেরিকা কাকে ডাকবে আর কাকে ডাকবে না, তাতে ভারত সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।"

প্রসঙ্গত, আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। আমদাবাদ এবং তাজমহল দর্শন সেরে মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই সময়ে দক্ষিণ দিল্লির সরকারি স্কুল ঘুরে দেখবেন মেলানিয়া ট্রাম্প। স্কুলে মেলানিয়াকে স্বাগত জানানোর কথা ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ারর। শিশুদের কাছে পঠন-পাঠনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁরা আর কী কী পদক্ষেপ করেছেন, তা সবিস্তারে বর্ণনা মার্কিন ফার্স্ট লেডিকে জানানোর কথা ছিল তাঁদের। এ নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে তাঁদের একদফা কথাও হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন খোদ উপমুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাতিল হয়। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ আপের অভিযোগ উড়িয়ে দেন বিজেপি নেতা।

করোনাভাইরাস : ভারতীয়দের সিঙ্গাপুর ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেবাসীকে সিঙ্গাপুরে ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিল কেন্দ্র সরকার। করোনাভাইরাসের ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণকে জরুরি দরকার ছাড়া সিঙ্গাপুরে ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। করোনাভাইরাস জনিত পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পর্যায়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করে। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সেইসঙ্গে ওই বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সোমবার থেকে কাঠমাণ্ডু, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে আরও ছয়টি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং শুরুকরা হবে। ইতিমধ্যেই হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।

এদিনের পর্যালোচনা বৈঠক সিভিল এভিয়েশন সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব, বিদেশ মন্ত্রকের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, আইটিবিপির কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকগণ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে ২১,৮০৫ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং ৩,৯৭১৫২ জন যাত্রীর বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। এছাড়া বন্দরগুলোতেও ৯,৬৯৫ জন যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে ।

চাকরি ছেড়ে জৈব চাষে সফল মহিলারা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জৈব চাষের সুফলের দিকে মহিলারাও এখন নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। জৈব কৃষিকাজের প্রতি তারা এতটাই আসক্ত যে এর জন্য তার বহুজাতিক সংস্থার চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। দেশের প্রতিটি কোন থেকে নয়াদিল্লির জৈব খাদ্য মেলায় অংশ নেওয়া নারী উদ্যোক্তারা বলেন, জৈব কৃষিকাজ কেবল তাদের জীবনই বদলায়নি বদলেছে জীবনযাত্রাকেও।

রাজস্থানের কোটা থেকে আসা শুভ্র গুপ্ত জানিয়েছেন, তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, তবে তিনি এখন জৈব আমলা থেকে চ্যাওয়ানপ্রশ এবং ক্যান্ডি তৈরি করেন। কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সেমিনার তাকে এই নতুন পথ দেখিয়েছে। সেখান থেকে ফুড প্রসেসিংয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে তিনি জৈব কৃষিকাজ সম্পর্কিত তথ্যও পেয়েছিলেন এবং চ্যাওয়ানপ্রশ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, বাড়ির পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও এই চ্যাওয়ানপ্রশ ভালো লাগে। এতে আমি উৎসাহ পায় এবং এটি অনলাইনেও বিক্রি শুরু করেছি। এখন লোকেরা এর জন্য অর্ডার দেওয়া শুরু করেছে।

মহারাষ্ট্র থেকে আগত নন্দ পান্ডুরং ভূজবাল বলেন, জৈব কৃষিকাজ তাঁর কাছে নতুন ছিল না, তবে তিনি যতটা টাকা চান ততটা পাননি। তাই তিনি কিন্ডারগার্টেনে কাজ শুরু করলেন। সেখানে জৈব চাষ এবং উৎপাদন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। এবং একই সময়ে, তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ফুড প্রসেসিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং চাকরি ছেড়ে ডাল তৈরির জন্য একটি মেশিন লাগালেন। মসুর ডাল তৈরি থেকে শুরু করে প্যাকিং করা সবটাই নিজেরাই করে। নন্দা বলেন, এখন চাকরির থেকে বহুগুণ টাকা উপার্জন শুরু করেছি। এখন একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ডাল, ছোলা, জোওয়ার বাজরা বিক্রি হচ্ছে।

অসমের বাসিন্দা নিনা সাইকা বলেন, তিনি দিল্লিতে পড়াশুনা করতেন এবং বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করতেন। চাকরির সময় তার বিয়ে হয়েছিল। প্রথম থেকেই, আমি আমার নিজের ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিলাম। জৈব চাষ সম্পর্কে শিখতেও শুরু করি। বহুবার অসমে গিয়েছিলাম, সেখানকার চা বাগানগুলি সম্পর্কে জানতে। তিনি এখন নিজের একটি ব্র্যান্ড তৈরি করে চা বিক্রি করেন।

বিজেপিতে বংশ পরম্পরা এবং পরিবারতন্ত্রের কোনও স্থান নেই : জে পি নাড্ডা

পাটনা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বংশ পরম্পরা ও পরিবারতন্ত্রের কোনও স্থান নেই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল বংশ পরম্পরার ভিত্তিতে চলে, শুধুমাত্র বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যেখানে দলই পরিবার। শনিবার বিহারের রাজধানী পাটনায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'দেশে প্রায় ২,৫০০ রাজনৈতিক দল রয়েছে। ৫৯টি রাজনৈতিক দল রাজ্য স্তরে নির্বাচন কমিশনের মান্যতা পেয়েছে, ৭টি দল জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল বংশ পরম্পরার ভিত্তিতে চলে, শুধুমাত্র বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যেখানে দলই পরিবার।

৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তি প্রসঙ্গ টেনে এনে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে জে পি নাড্ডা বলেছেন, কংগ্রেস একাধিকবার পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদ করার সাহস কখনও দেখায়নি। আপনারা ৩৭০ জন সাংসদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় ক্ষমতায় এনেছেন। এক ধাক্কাতেই ৩৭০ অনুচ্ছেদকে তিনি রদ করে দিয়েছেন। জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, আগে জম্মু ও কাশ্মীরে বাল্মীকির কোনও ছেলে সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারতেন না। যদি তিনি যোগ দিতে পারতেন, তাহলে শুধুমাত্র সাফাই কর্মচারী হিসেবে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ বিলুপ্তির পর বাল্মীকির ছেলেও বিচারক, চিকিতক, অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন।

জে পি নাড্ডার কথায়, মনমোহন সিং, লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং আই কে গুজরাল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু, সেখান থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাসকারী কোনও কাউন্সিলর নির্বাচনে লড়তে পারেননি। এর জন্য ৩৭০ অনুচ্ছেদই দায়ী ছিল। ৩৭০ বিলুপ্তির পর, স্বাধীনতার পর প্রথমবারের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে বিডিসি নির্বাচন হয়েছিলঊ ৩১০ আসনে নির্বাচন হয়েছিল, বিজেপি জিতেছিল ৮০টি আসনে এবং কংগ্রেস মাত্র একটি আসনেঊ পুলওয়ামায় ৮৫ শতাংশ, শোপিয়ানে ৮৬ শতাংশ এবং শ্রীনগরে ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। শোপিয়ানে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী। তিন-তালাক প্রথা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেছেন,

ছয়ের পাতায়

পরিদর্শনে যাবেন ট্রাম্প পত্নী, দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সফরকে কেন্দ্র করে রাজধানী দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে। মঙ্গলবারএই স্কুলগুলির খুশির ক্লাস (হ্যাপিনেস কারিকুলাম) পরিদর্শনে যাবেন মেলানিয়া ট্রাম্প। শনিবার একথা জানিয়েছেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।

এ প্রসঙ্গে শনিবার দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জানান, "দিল্লির কয়েকটি স্কুলের খুশির ক্লাস দেখতে হাজির থাকবেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি। সেই জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিদেশ মন্ত্রক ও কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ মেনে সমস্ত প্রস্তুতি হচ্ছে।" তবে কোন কোন স্কুলে তিনি যাবেন, নিরাপত্তার খাতিরে তা জানাতে রাজি হননি দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। আমদাবাদ এবং তাজমহল দর্শন সেরে মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই সময়ে দক্ষিণ দিল্লির সরকারি স্কুল ঘুরে দেখবেন মেলানিয়া ট্রাম্প। পড়াশোনার ফাঁকে শিশুদের জন্য যে বিশেষ 'হ্যাপিনেস কারিকুলাম' চালু করেছে দিল্লি সরকার ঊ তা দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে তা তুলে ধরা হবে মার্কিন ফার্স্ট লেডির কাছে ঊ সেবিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে দিল্লির সরকারি স্কুলগুলি।

উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লায় গ্রেফতার হিজবুল জঙ্গি, উদ্ধার পিস্তল ও গুলি

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য একজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর যৌথ বাহিনী। শনিবার বারামুল্লা জেলার তাপ্পের পাট্টান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকে। ধৃত সন্ত্রাসবাদীর নাম-জুনাইদ ফারুখ পণ্ডিতঊ ওই জঙ্গি কাশ্মীরেরই বাসিন্দা।

বারামুল্লার ডিআইজি এম সুলেমান জানিয়েছেন, শনিবার বারামুল্লা

ছয়ের পাতায়

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান বিএমএস কর্মী সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

হনুমান ধরল বন দফতর

নলহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হনুমানের অত্যাচারে অতিস্ট হয়ে পড়েছিলেন গ্রামবাসীরা। শেষ পর্যন্ত বন দফতরের পাতা খাঁচায় হনুমানটি ধরা পড়ায় স্বস্তিতে গ্রামের মানুষ।

জানা গিয়েছে, একটি বয়স্ক হনুমান বেশ কয়েক দিন থেকে দাপিয়ে বেরাচ্ছিল বীরভূমের নলহাটি থানার সোনারকুণ্ডু গ্রামে। প্রায় পাঁচ জন মানুষকে কামড়ে দিয়েছিল ওই হনুমান। ফলে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। এরপরেই খবর দেওয়া হয় বনদফতরের তুম্বুনি রেঞ্জে। সেই মতো শনিবার সকালে গ্রামে যায় বনদফতরের আধিকারিকরা। তারা খাঁচার মধ্যে কলা ও পাওরুটির টোপ দিয়ে রাখে। তাতেই সাফল্য পান বনদফতরের আধিকারিকরা।

বনদফতরের তুম্বুনি রেঞ্জের আধিকারিক শুযেন কর্মকার বলেন, "গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরেই আমরা গ্রামে পৌঁছে যায়। খাঁচা পেতে হনুমানটিকে ধরেছি। তার চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে"।

শ্লীলতাহানি করে অপহরণের চেষ্টা যুবতীকে, উত্তেজনা করিমগঞ্জের পুতনি চা বাগানে, আহত দুই

পাথারকান্দি (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাতের অন্ধকারে বলপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে বছর কুড়ির এক যুবতীকে শ্লীলতাহানির পাশাপাশি তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল কতিপয় দুষ্কৃতী। তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে আহত হয়েছেন যুবতী এবং তার বাবা। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন পুতনি চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে। এই ঘটনায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট বাগানে। আহত মেয়ে ও তার বাবাকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে সংগঠিত দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে স্থানীয় পাঁচ যুবক যথাক্রমে পাপ্পু চাষা, সুদর্শন চাষা, সুমন চাষা, বিশু চাষা ও কিষণ নায়েকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছেন ভুক্তভোগী যুবতীর বাবা।

পুতনি চা বাগানের বাসিন্দা জনৈক পি কুর্মির অভিযোগ, গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে পাঁচ জনের এক দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে। ঘরে ঢুকেই তারা তাঁর বছর কুড়ির যুবতী মেয়ের চুল ধরে টানাটানি করে, মুখে কাপড় চেঁপে, বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। মেয়েটি এদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলে এক সময় এরা ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে চ্যাংদোলা করে অপহরণ করে পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করতে মা ও বাবা এগিয়ে যান। তারাও দলবদ্ধ হামলার শিকার হন।

ইত্যবসরে কুর্মিবাবুর ঘরে হল্লা চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে পাঁচ দুষ্কৃতীর দল পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় নাকি এরা শাঁসিয়ে গেছে, ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে জানালে তাদের চোখের সামনেই মেয়েকে তারা দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করবে, অভিযোগ কুর্মিবাবুর।

পিস্তল ও গুলি

পাচের পাতার পর

জেলার তাপ্পের পাট্টান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জুনাইদ ফারুখ পণ্ডিত নামে স্থানীয় একজন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকেঊ ধৃত হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গির হেফাজত থেকে একটি চাইনিজ পিস্তল, ১৩ রাউন্ড গুলি এবং দু'টি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এফআইআর

পাচের পাতার পর

'১৫ কোটি মুসলমানই ১০০ কোটি হিন্দুকে দমিয়ে রাখতে পারেঊ' গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে সিএএ-বিরোধী মঞ্চে ওয়ারিস বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন আজাদি কেউ না দিলে ছিনিয়ে নিতে হয়। আমাজের আজাদি চাইঊ তাই এক জোট হতে হবে।....১৫ কোটি মুসলমানই ১০০ কোটি হিন্দুকে দমিয়ে রাখতে পারে।

জরুরী পরিষেবা

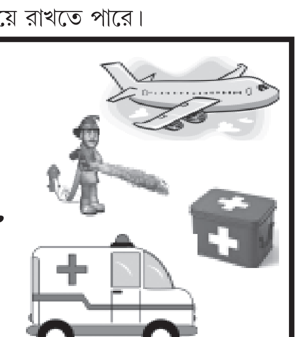

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৃষ্ণা বসু

● প্রথম পাতার পর

অনুরাগীর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য হয়। তার আগে গান স্যালুটে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

শনিবার বিকেলে নেতাজি ভবনে কৃষ্ণা বসুকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। তাঁর মরদেহে ফুল-মালা দেওয়ার পর তিনি বলেন, "কৃষ্ণা বসুর প্রয়াণ বঙ্গ রাজনীতির বড় ক্ষতি। তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা ভোলার নয়। বড় শূন্যস্থান তৈরি হল। তিনি তৃণমূল পরিবারের কাছেও মায়ের মতো ছিলেন।" তিনি আরও বলেন, "গত ২৬ ডিসেম্বর আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। নেতাজি পরিবারের ধারা বজায় রেখেছিলেন। নেতাজি সংক্রান্ত গবেষণাও ধাক্কা খাবে কৃষ্ণা বসুর প্রয়াণে।"

এদিন কৃষ্ণা বসুকে শেষবারের জন্য শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তিনিও ফুলের মালায় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। ছেলে সুগত বসুর সঙ্গে কথা বলেন, প্রকাশ করেন সমবেদনা। দিনভর প্রয়াত শিক্ষাবিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন আরও বহু বিশিষ্ট মানুষজন।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন থেকে শুরু করে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সকলেই তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। একসময়ের সতীর্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অমর্ত্য সেন বললেন, কৃষ্ণা বসুর সান্নিধ্য পাওয়াকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করেন। ভাবনার আদানপ্রদান করে তাঁরা সমৃদ্ধ হতেন, যা আজকের পর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে বলে আক্ষেপের সুর তাঁর গলায়।

কৃষ্ণা বসুর জীবনাবসানে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শনিবার শোকবার্তায় বিমান বসু বলেন, "প্রয়াত ডা: শিশির বসু ও অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসুর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। পরে কৃষ্ণা বসু যখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিলেন তখনও সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়নি। বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আমি তাঁর জীবনাবসানে গভীর শোক জানাচ্ছি এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।" রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে বর্ষীয়ান প্রাক্তন সাংসদের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বর্তমান সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "দু-একবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। আমার কাজের প্রশংসা করেছিলেন উনি। তা আমার কাছে সৌভাগ্যের। তাঁর প্রয়াণ রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি বলেই মনে করি।"

১৯৩০-এর ২৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গে জন্ম হয় তাঁর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর শুরু করেন শিক্ষকতা। প্রায় ৪০ বছর সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। ওই কলেজে অধ্যক্ষও ছিলেন কৃষ্ণা। যাদবপুর কেন্দ্র থেকে লড়ে টানা তিন বার লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন কৃষ্ণা বসু। ১৯৯৬-এ কংগ্রেসের হয়ে লড়ে প্রথম বারের জন্য সাংসদ হন।

ভিক্টোরিয়ার কাছে গাছ থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা , ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাছ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম টিঙ্কু দাস (৩২) ।তিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ টহল দেওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ পড়ল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকের একটা উচুঁ গাছে। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল গাছের ডাল থেকে কিছু একটা যেন ঝুলছে। সামনে যেতে ছবিটা আরও স্পষ্ট হল। নিথর দেহ। খবর গেল পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে ঝুলন্ত ওই দেহ উদ্ধার করে।

দুর্গাপুরে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সংস্থার অনুষ্ঠান বাতিল ঘিরে অগ্নিগর্ভ দুর্গাপুর

দুর্গাপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের কুমার মঙ্গলম পার্কে তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুষ্ঠান বাতিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। ঘটনায় দু'জন জখম হয়েছেন। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পার্কের মালিক অনুষ্ঠান বাতিল করায় তাঁর রেস্তরাঁয় ভাঙচুর, গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামীকাল তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা মন্ত্রীদের নিয়ে হিন্দি ভাষা বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ওই পার্কে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য পার্কে এদিন ডেকরেটর সংস্থার কর্মীরা কাজ করছিলেন। পার্কের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুগামীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে ডেকরটর সংস্থার কর্মীদের কাজে বাধা দেন তিনি। ভাঙচুরেরও অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে ঘনটাস্থলে এসেছে বিশাল বাহিনী।

জে পি নাড্ডা

পাচের পাতার পর

'আমরা যখন সতীদাহ প্রথা, যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলামঊ আমরা আইন অনুযায়ী মহিলাদেরকেও সম্পত্তির উপর সমানাধিকার দিয়েছিলাম। তখন মুসলিম মহিলাদের উপর তলোয়ারের মতো ঝুলে থাকা তিন তালাক প্রথা অপসারণও জরুরি ছিল। মোদী সরকারের ইচ্ছা শক্তির কারণেই তিন তালাক আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে। আমেরিকা-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেছেন, 'এখন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। ইংল্যান্ডেও ভারতের ভাবমূর্তি এখন অত্যন্ত ভাল। আদর্শগত পটভূমিতে কাজের কারণেই ভারতের প্রতিচ্ছবি দৃঢ় হচ্ছে।' বিগত ৫ বছরে বিহারের সামগ্রিক উন্নতি হয়েছে এই দাবি করে জে পি নাড্ডা বলেছেন, বিগত ৫ বছরে বিহারে সামগ্রিক উন্নতি হয়েছে। বিহারের আশীর্বাদ পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারে হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বিহারের আসন্ন নির্বাচনে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এদিন পাটনায় রাজ্য বিজেপির দফতর থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বিহারের ১১টি জেলায় সদ্য-নির্মিত দলীয় দফতরের উদ্বোধন করেছেন জে পি নাড্ডা। নাড্ডা এদিন বলেছেন, যুবাবস্থায় পাটনার এই দফতরে বিজেপির প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে আসার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই নতুন দফতর উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি, যা অত্যন্ত সৌভাগ্যের। আমরা শৈশবে বলতাম কোনও সংগঠন চালানোর জন্য পাঁচটি 'ক' হওয়া অতিআবশ্যক। কার্যকতা (কর্মী), কার্যক্রম, কার্যকারণী, কোষ (তহবিল) এবং কার্যালয় (দফতর)। জে পি নাড্ডা বলেছেন, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রতিটি জেলাতেই বিজেপির দলীয় দফতর থাকবেঊ ৫৯০টি দফতরের জন্য জমি নেওয়া হয়েছেঊ ৪৮৭টি দফতর তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকি দফতরের জন্য জমি নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিটি দফতর আধুনিক সুবিধায় সুসজ্জিত। দফতরগুলিতে ভিডিও-অডিও কনফারেন্স, ই-লাইব্রেরি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকবে।

চেষ্টার অভিযোগ

তিনের পাতার পর

মন্ডল বলেন, রাতের অন্ধকারে সুধাকর বাবু আমাকে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে করতে ক্লাবে ঢোকে। কপাল দিয়ে রক্ত পরছে। গায়ে মারের দাগ।ওনাকে একবছর ধরে ঘরে আটকে রেখেছে। ছেলেটা তন্ত্র সাধনা করে। ও মা ও কালি প্রতিষ্ঠা করে ঘরে ডাকিনী যোগিনী মূর্তি বসিয়েছে। আহত অবস্থায় ওনাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উনি স্ত্রী ছেলে মেয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারত-সহ গোটা বিশ্বে বৃহত্তম পরিবর্তনের জন্য এই দশক। এই পরিবর্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই হবে। এই পরিবর্তন যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত। এই পরিবর্তন প্রত্যেকের স্বার্থে হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, পরমপুজ্য বাপুর জীবন সত্য ও সেবায় নিবেদিত ছিল, যা কোনও বিচার বিভাগের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং আমাদের বাপু নিজেও একজন আইনজীবী ছিলেন। জীবনের প্রথম আইনি লড়াই সম্পর্কে, নিজের আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন গান্ধীজী।

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের প্রচুর আস্থা রয়েছে। সম্প্রতি বেশ কিছু বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে সম্পর্কে গোটা বিশ্বে আলোচনা হয়েছে। রায় ঘোষণার আগে বহু আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। আদৌ কি কিছু হয়েছিল ? প্রত্যেকেই বিচার ব্যবস্থার সিদ্ধান্তকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অনেকবার সংবিধানের তিনটি স্তম্ভই দেশের জন্য সঠিক পথ খুঁজে দিয়েছেঊ আমরা গর্বিত যে ভারতে এই ধরনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। বিগত ৫ বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ঐতিহ্যকে আরও জোরদার করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'যে সমস্ত আইনের প্রাসঙ্গিকতা এখন বিলুপ্তির পথে, সেই ধরনের প্রায় ১,৫০০টির মতো পুরনো আইন সমাপ্ত করা হয়েছে। সমাজকে শক্তিশালী করে তুলবে এমন ধরনের নতুন আইন দ্রুততার সঙ্গে প্রণীত হয়েছে। অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে সরকার।' এদিনের সম্মেলনে 'জেন্ডার জাস্ট ওয়ার্ল্ড'-এর বিষয়ও রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সম্মেলনে 'জেন্ডার জাস্ট ওয়ার্ল্ড' বিষয়ও রাখা হয়েছে। জেন্ডার জাস্টিস ছাড়া বিশ্বের কোনও দেশ-কোনও সমাজই পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে না এবং ন্যায়বিচারের দাবি করতে পারবে না। মহিলা ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত বিশ্বের সেই সমস্ত দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে স্বাধীনতার পর থেকেই মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর, এখন নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর ভারত অন্যান্য দিকগুলিতেও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেট।

বিআইবিএস কর্তৃপক্ষের কর্মসংস্থানের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কলকাতাস্থিত বিআইবিএস থেকে পাশ করার পর কর্মস্থানের নিশ্চিত ব্যবস্থা করছে বলে দাবি করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। শনিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলেন, বিআইবিএস হচ্ছে পূর্ব ভারতের ৫ম বি স্কুল এবং কলকাতায় ২য় বি স্কুল। এই সমীক্ষা রিপোর্ট মূলত (২০১৮ এবং ২০১৯) এর। সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সংস্থাগুলি দেশের এবং দেশের বাইরেও রয়েছে।

এবছর

● প্রথম পাতার পর

দেবেন।

শিক্ষা আরও জানান, এবছর মাধ্যমিকে ৫০,৫৬৯ জন ছাত্র ছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছেন। ১৫৮টি স্থানে ৭৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৩ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তপশিলী উপজাতি ১৩৫২০ জন, তপশিলী জাতি ৮৮৩৫জন, ওবিসি ৮৭৫২ জন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ২৬৫০ জন এবং সাধারণ ক্যাটাগরি ১৬৮১২ জন পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে রেগুলার ক্যাটাগরির ৩৯,৯১৭ জন, কন্টিনিউ ৫৭৯২২ জন, কম্পার্টমেন্টাল ক্যাটাগরিতে ৪৫৯১জন এবং এক্সট্রান্যাল ২৬৮ জন পরীক্ষায় বসবেন। এদিকে, মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় ৭টি স্থানে ৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১০০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ১০৫২ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় নবম ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা আজ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। ৯০,৬৯০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আজ ৭৭,০০৪ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, নবম শ্রেণিতে ৬২, ৭৩৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য নথিভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু, তাদের মধ্যে ৫১,০৭৯ জন আজ পরীক্ষা দিয়েছে। আজ ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষায় উপস্থিতির শতকরা হার ৮১.৪০ শতাংশ।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, একাদশ শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ২৭, ৯৫১ জন ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ২৫,৯২৫ জন আজ পরীক্ষা দিয়েছেন। একাদশ শ্রেণিতেও আজ ইংরেজি পরীক্ষা ছিল এবং পরীক্ষায় উপস্থিতির শতকরা হার ৯৩ শতাংশ। মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ওই পরীক্ষার আয়োজন করেছে। সারা ত্রিপুরায় একই জুটির প্রশ্নপত্রে আজ পরীক্ষা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মচারীদের সমস্ত পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া নির্ভর করছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের উপর। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও কর্মচারীদের সমস্ত দাবি পূরণে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বদ্ধপরিকর। সে ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদেরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর মতে, কর্মচারীরা ভালোভাবে কাজ করলেই সরকার পরিচালনা সহজ বলে মনে হবে।

গর্ভবতীদের

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে তাদের আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা। এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল মায়েরা শুধু সাহায্যই পাবেন না, পাশাপাশি রাজ্যে লিঙ্গবৈষম্যও হ্রাস পাবে। মুখ্যমন্ত্রী সব সামাজিক কার্যকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা সংশ্লিষ্টদের বাড়িতে গিয়ে এই অভিযানের প্রচার ও প্রসার করে গর্ভবতী মহিলাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

হুমকি

● প্রথম পাতার পর

স্থায়ী সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আমরা অনশনে যেতে বাধ্য হব। শুধু তাই নয়, তার থেকেও বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাতে পিছ-পা হব না আমরা।

তান্ডব, গুলি

আটের পাতার পর

রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শশী পাঁজা, শান্তিরাম মাহাতো, আসানসোল ও দুর্গাপুরের দুই মহানাগরিকের জিতেন্দ্র উপস্থিত থাকার কথা। সেই মতো পার্কের ভেতর মন্ডপ তৈরীর কাজ শুরু করে ওই সংগঠন। অভিযোগ, ওইসময় পার্কের লিজ নেওয়া সংস্থার কর্নধার দেবাশীষ রায় লোকজন নিয়ে বাধা দেয়। ঘটনার কিছুক্ষন পর পার্কের লিজ নেওয়া সংস্থার কর্নধার তথা বিজেপিনেতা দেবাশীষ রায়ের ওপর হামলা চলে বলে অভিযোগ। দেবাশীষবাবু জানান,'আমার অনুমতি না নিয়েই অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেয় সংস্থাটি। তাদের কার্ড দেখে জানতে পারি রাজ্যের একাধিকমন্ত্রীও আসবেন। আমি পুলিশে অভিযোগও জানিয়েছিলাম।

সাংবাদিক সুব্রত সাহার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুব্রত সাহা প্রয়াত হয়েছেন। শনিবার সকাল আটটায় বিশালগড়ের রাউতখলাস্থিত নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। মৃত্যুকালে মা, স্ত্রী এবং এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকাহত বিশালগড় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা। তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি কামনা এবং শোকগ্রস্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে বিশালগড় প্রেসক্লাব। সুব্রত সাহার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

৯ বছর বয়সি বালক এখন লেখক, প্রকাশিত বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী।। গল্প কি মজাদার গল্পের বই হলেও তার মদ্যে রয়েছে একটি শিশুর চিন্তা এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন যা নিজের নয়, মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। ৩৮তম বই মেলার প্রাক মুহূর্তে সকল বই প্রেমীদের কাছে বইটি পৌছে দিতে মাতৃভাষা দিবসের দিন তথা শুক্রবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে বইটির আবরণ উন্মোচন হয়। উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দু চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। মাত্র নয় বছর বয়সে দেবময় করের লেখা গল্পগুলি নিয়ে বিস্মিত ালোচনা করেন অতিথিবৃন্দ। শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দু চক্রবর্তী বলেন, শিশুটি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করেও, মাতৃভাষা দিবসে তথা নিজের ভাষা বাংলায় বই প্রকাশ আমাদের জন্য গর্ব। প্রত্যেক গল্পের পেছনে কিছু ভাল ও খারাপ দিক থাকতে পারে। এ গল্পগুলিতে ভাল দিকই রয়েছে যা আগামীদিনে পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে মনে রাখবে। সচিবালয় থেকে প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ বাজবন রিয়াং-র মরদেহে বিধানসভায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রয়াত বাজবন রিয়াং-র মরদেহে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক রতন ভৌমিক। এছাড়াও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বিধানসভার সচিব বিষ্ণুপদ কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব সুবিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্য কর্মীগণ।

ক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ত্রিপুরার সাতবারের সাংসদ ছিলেন প্রয়াত বাজুবন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বাজুবন রিয়াং জীবিত অবস্থায় দেহদান করেছিলেন। তাই আজ জিবি হাসপাতালে তাঁর মরদেহ দান করা হয়েছে।

সিপিআই (এম)-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও হন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত বছর দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন তিনি। ১৯৪১ সালের ১৩ মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুরার বকাফা গ্রামে জন্ম বাজুবন রিয়াঙের। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন তিনি।

সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতা চার দশকেরও বেশি সময়ের। কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনৈতিক জীবন জীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে তিনি কংগ্রেস বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে যোগ দেন সিপিআই (এম) দলে। তার পর সিপিএম থেকেই থেকেই বেশ কয়েকবার তিনি বিধায়ক হন। ১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। কিন্তু, ১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচনে দল তাঁকে পূর্ব ত্রিপুরা প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হন। ১৯৮৯ পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন। তার পর ১৯৯৬ সালে পুনরায় তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন এবং একটানা ২০১৪ সাল পর্যন্ত লোকসভার সাংসদ ছিলেন।

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯, এই সময়ে তিনি লোকসভায় সিপিআই (এম)-এর উপনেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। তাছাড়া, তিনি দীর্ঘদিন ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। সারা ভারত কৃষকসভার কেন্দ্রীয় নেতাও ছিলেন তিনি। প্রথম ইউপিএ সরকারের সময় 'বনাধিকার আইন'কে বাস্তব রূপ দিতে যে কয়েকজন সাংসদ কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাজুবন রিয়াং।

তাঁর মৃত্যুতে সিপিএম শোক প্রকাশ করেছে। রাতেই তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সুধন দাস এবং প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে নন্দননগরস্থিত ছেলের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁর পৈতৃক ভিটে বকাফায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর মরদেহ বিকেলে সিপিএম পার্টি অফিস আনা হয়। তার পর জি বি হাসপাতালে তাঁর দেহ দান করা হয়।

জয়নগরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জয়নগরের চক্র সংঘ এলাকায় গত রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। চোরেরা শুভেন্দু ভট্টাচার্যের ঘরের জানালার গ্রীল কেটে ঘরে ঢুকে গ্যারেজ ভেঙে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এবং মোট ৩৫ বড়ি পরিমাণ সোনা গয়না হাতিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বটতলা আউটপোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে পরিচিত কোন মহলই এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে।

আহত ৪ জন

আটের পাতার পর

গিয়েছে, এদিন তুফানগঞ্জ থেকে অসমের দিকে একটি ছোট গাড়ি চেপে যাচ্ছিলেন কয়েকজন। অপরদিক থেকে একটি খালি পিক-আপ ভ্যান অসম থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পিক-আপ ভ্যানটি ঘটনাস্থলে উলটে যায়। ছোট গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম সাদ্দাম হোসেন, সোভান আলি, হাসনা হানা বিবি ও কাছু হোসেন। এদের মধ্যে কাছু হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। সেখান থেকে তাদের কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

অন্তর্বর্তী বাজেট

আটের পাতার পর

৬২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। মেয়র বলেন, গত পাঁচ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড তৎপরতা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছে।

সিএসআই

আটের পাতার পর

আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। এছাড়াও রক্তের বেশি চাপ, খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবেশ কিভাবে মানুষকে বেশি করে এই রোগে আক্রমণ করছে, সেটা সমীক্ষকরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবেন। এর আগে কেরল এবং রাজস্থানে এরকম সমীক্ষা হলেও পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম এই সমীক্ষা হচ্ছে।"

একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আজ এ ব্যাপারে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। সমীক্ষাটিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। ওই সংস্থার তরফে বিশেষজ্ঞ অর্ণব মজুমদার বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ২২টি শিবির করা হচ্ছে। প্রতিটি শিবিরের সমীক্ষা করা হবে ১৫০ জনের। বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৬০ জন সমীক্ষক এতে অংশ নেবেন। হৃদরোগের চরিত্র বোঝা ছাড়াও মানুষকে সতর্ক করা সম্ভব হবে এই সমীক্ষায়।

সিএসআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি মৃণালকান্তি দাস বলেন, "আমাদের প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা এই রাজ্য থেকে হচ্ছে জেনে তাই খুশি আমরা।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএসআই-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ পিএস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মনোরঞ্জন মন্ডল। ছিলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পিকে দেব, ডাঃ দিলীপ কুমার প্রমুখ। তাঁরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ভারতে শহুরে এলাকায় মোট মানুষের প্রায় ১২৫ু হৃদরোগে আক্রান্ত হন। গ্রামীণ এলাকায় এই শতাংশ আগে ছিল এক থেকে দেড়। এখন তা বেড়ে প্রায় ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

দু-রাত না ঘুমিয়েও ভারতকে জাগিয়ে রেখেছেন ইশান্ত, কুর্নিশ প্রাপ্য পেসারের

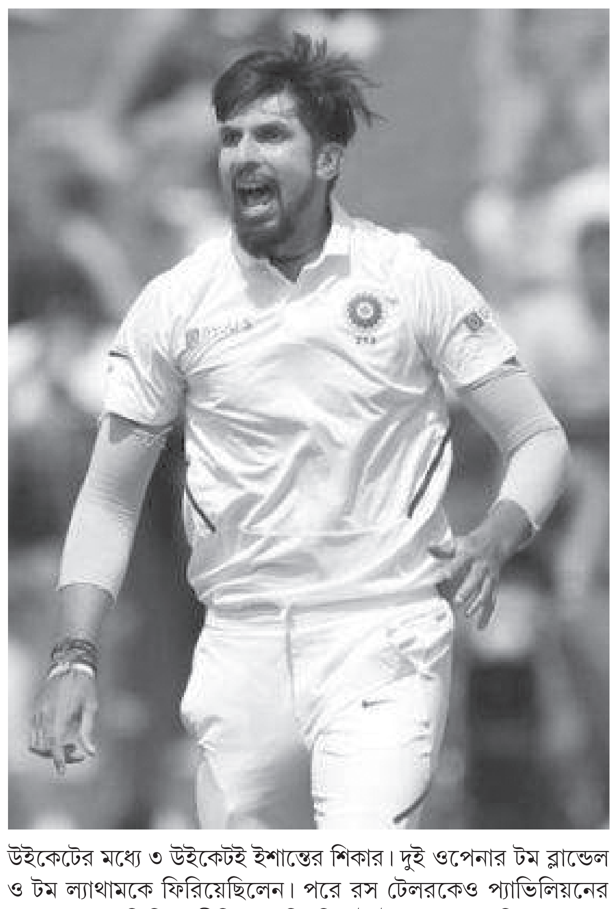

নিজে ঘুমোননি। তবে ভারতকে জাগিয়ে রেখেছেন ম্যাচে। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ভারত বেকায়দায়। হারের ভ্রুকুটি। তবে ইশান্ত শর্মা তিন উইকেট নিয়ে ভারতকে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। দলের বাকিরা যেখানে মাথা খুঁড়ে মরছেন সেখানে ইশান্তের হাতেই কিউয়িল্যান্ডে গিয়ে স্বপ্ন দেখছে জাতীয় দল।দ্বিতীয় দিনের শেষে জাতীয় দলের সিনিয়র মোস্ট তারকা বলছেন, ''আমার মোটেই ভাল লাগছে না। দু-দিন ধরে ঘুমোতে পারছি না।শরীর নিয়ে বেশ কষ্টে রয়েছি। ঘটনা হল, যেভাবে বল করতে পছন্দ করি, তা পারিনি। ওরা আমাকে খেলতে বলল। আমি খেললাম। দলের জন্য সবকিছু করতে পারি।''ভারতের ১৬৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২১৬ তুলে ফেলেছে। এখনই ৫১ রানের লিড। শেষ পাঁচ উইকেটে নিউজিল্যান্ড আর কত রান যোগ করবে, তা নিয়েই এখন দুরুদুরু বুকে অপেক্ষায় থাকবেন কোহলিরা।টানা ৪৮ ওভারে ০ উইকেট! সংশয়ে বুমরার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারনিউজিল্যান্ডের ৫ উইকেটের মধ্যে ৩ উইকেটই ইশান্তের শিকার। দুই ওপেনার টম ব্লান্ডেল ও টম ল্যাথামকে ফিরিয়েছিলেন। পরে রস টেলরকেও প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান তিনি।শারীরিক ক্লান্তি নিয়েই ইশান্ত সহ বাকি পেসাররা সমস্যায় পড়েছেন বেসিন রিজার্ভের পিচে। ক্রমশ স্লো হতে চলা পিচে ঠিকমতো গতি বজায় রেখে বল করাই চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি কোকাবুরা বল ৪০ ওভারের পরেই নরম হয়ে পড়ছে। জোড়া চ্যালেঞ্জ নিয়েই ভারতীয় বোলাররা কিউয়ি ব্যাটসম্যানদের প্রতিপক্ষ করছে।তবে ইশান্তের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মাত্রাটা একটু বেশিই। তিন সপ্তাহ আগেও ৯৬ টেস্ট খেলা তারকা পেসারের প্রত্যাবর্তন ঘিরে সংশয় ছিল। রঞ্জি ট্রফিতে লিগামেন্ট ছিড়ে বিশ্রামে যেতে হয়েছিল তাঁকে। রিকভারি করেই প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার মাত্র ৭২ ঘণ্টা আগে পা রেখেছেন। জেট লাগের ধাক্কা সামলানোর আগেই নামতে হয়েছে বল হাতে।ইশান্ত বলছিলেন, ''এমনটা নয় যে আমি নিজের বোলিং নিয়ে একেবারেই খুশি নই। তবে নিজের শরীরের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নই। গত রাতে মাত্র ৪০ মিনিট ঘুমোনোর সুযোগ এসেছিল। টেস্ট শুরুর আগে ঘুমিয়েছিলাম মাত্র ৩ ঘণ্টা।''জেটলাগের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ''জেটল্যাগ থেকে রিকভারি করার সবথেকে ভাল উপায় হচ্ছে ঘুম। যত নিশ্ছিদ্র ঘুম হবে, ততই মাঠে নিজেকে উজার করে দেওয়া সম্ভব হবে।''

রঞ্জির কোয়ার্টারে চালকের আসনে বাংলা, ওড়িশার বিরুদ্ধে ১৬১ রানে এগিয়ে

রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ইনিংসে ওড়িশাকে ২৫০ রানে অল আউট করে দেয় বাংলা। দুর্দান্ত বোলিং করলেন বাংলার পেসাররা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ভালোই হয় মনোজ তিওয়ারিদের। দুই উইকেট হারিয়ে ফেললেও বেড়েছে বাংলার লিড।বাংলার প্রথম ইনিংসকটকের ড্রিমস গ্রাউন্ডে টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় ওড়িশা। মাত্র ৯ ও ৭ রানে সাজঘরে ফিরে যান বাংলার ওপেনার কৌশিক ঘোষ ও অভিমন্যু ইশ্বরণ। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা অভিষেক রমন ১ রানের বেশি করতে পারেননি। ২৪ রান করে আউট হন অর্নব নন্দী। মনোজ তিওয়ারির ব্যাট থেকে আসে মাত্র চার রান। ৪৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা।ঘুরে দাঁড়ানোমনোজ তিওয়ারি আউট হওয়ার পর ক্রিজে আসেন বাংলার উইকেটরক্ষক শ্রীবৎস গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে অনুষ্টুপ মজুমদারের ৯৫ রানের পার্টনারশিপ হয়। দলের ১৪১ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ৩৪-র স্কোরে আউট হন শ্রীবৎস্য। এরপরেই ব্যাট করতে নামেন অল-রাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ।লম্বা পার্টনারশিপটালমাটাল অবস্থা থেকে বাংলাকে টেনে তোলে অনুষ্টুপ মজুমদার ও শাহবাজ আহমেদের পার্টনারশিপ। জুটিতে ১৭১ রান তোলেন দুই ক্রিকেটার। শুক্রবার সকালে ১৫৮ বলে ৮২ রান করে আউট হন শাহবাজ। ২৩৯ বলে ১৫৭ করেন অনুষ্টুপ। পুরোপুরি ব্যর্থ হয় বাংলার লোয়ার অর্ডার।ওড়িশার জবাবজবাবে ব্যাট করতে নেমে ১০ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েও দুর্দান্তভাবে ম্যাচ ধরে নেন ওড়িশার ওপেনার শান্তনু মিশ্র ও তিনে নামা দেবাশিস সামান্ত্রা। তাঁদের মধ্যে ১২৫ রানের পার্টনারশিপ হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষ বেলায় দেবাশিসের (৬৮) উইকেট নেন বাংলার পেসার নীলকান্ত দাস। শান্তনু মিশ্রকে (৬২) ফেরান স্পিনার শাহবাজ আহমেদ। বাংলার পেসার ইশান পোড়েলের বলে আউট হন গোবিন্দ পোদ্দারও। তৃতীয় দিনেও পরপর উইকেট হারায় ওড়িশা। অবশেষে ২৫০ রানে অল আউট হয় হোম টিম।বাংলার বোলিংওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩টি করে উইকেট নেন পেসার ইশান পোড়ল, নীলকান্ত দাস ও মুকেশ কুমার। ১ উইকেট নেন স্পিনার শাহবাজ আহমেদ।বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসদ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার শুরুটা দুর্দান্তভাবে করে ওপেনার তথা দলের অধিনায়ক অভিমন্যু ইশ্বরণ ও কৌশিক ঘোষ। তাঁদের মধ্যে ৬০ রানের পার্টনারশিপ হয়। ৮৯ বলে ৩০ রান করে আউট হন অভিমন্যু। ১৩০ বলে ৪১ রান করেন কৌশিক ঘোষ। যদিও পরপর আউটও হয়ে যান তাঁরা। দিনের শেষে বাংলার স্কোর ২ উইকেটের বিনিময়ে ৭৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানে এগিয়ে রয়েছেন মনোজ তিওয়ারিরা।

ধোনিকে বাংলাদেশে খেলতে পাঠাতে চাননি বোর্ড সভাপতি সৌরভ

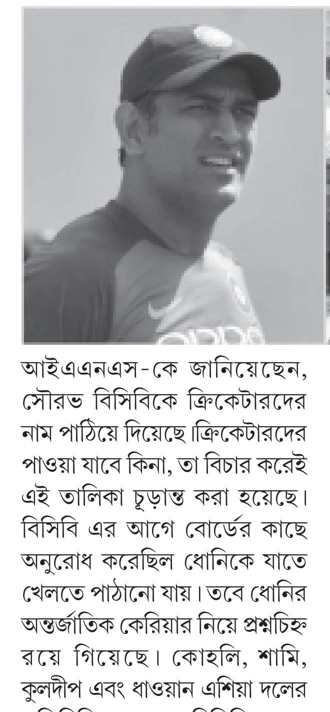

আজবাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিশ্ব একাদশ বনাম এশিয়া একাদশ ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে। মার্চের ১৮ ও ২১ তারিখে জোড়া ম্যাচ খেলা হবে ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচেই বিসিবি চেয়েছিল এশিয়া একাদশের জার্সিতে যেন ধোনি অংশ নেন। ধোনির বাকি বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।কিন্তু ধোনিকে বাংলাদেশে এশিয়া একাদশের ম্যাচে খেলতে পাঠাচ্ছেন না বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদসংস্থায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন বিসিসিআইয়ের তরফে বাংলাদেশে খেলতে পাঠানোর বিষয়ে যে চারজনের নাম পাঠানো হয়েছে তাঁরা হলেন- বিরাট কোহলি, শিখর ধাওয়ান, স্পিডস্টার মহম্মদ শামি এবং কুলদীপ যাদব। তবে বাংলাদেশ চেয়েছিল ধোনিকে। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থা আইএএনএস-কে জানিয়েছেন, সৌরভ বিসিবিকে ক্রিকেটারদের নাম পাঠিয়ে দিয়েছে।ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে কিনা, তা বিচার করেই এই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিসিবি এর আগে বোর্ডের কাছে অনুরোধ করেছিল ধোনিকে যাতে খেলতে পাঠানো যায়। তবে ধোনির অন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গিয়েছে। কোহলি, শামি, কুলদীপ এবং ধাওয়ান এশিয়া দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন।বিসিবি অবশ্য এই ব্যাপারে এখনই কিছু বলতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে বিসিবির অবস্থান, যত দেরি করে নাম প্রকাশ করা যায়, ততই ভালো। শুরুতে অবশ্য ক্রিকেটার পাঠানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কারণ পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা খেললে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত ছিল। সূত্রের খবর, বিসিবি থেকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। তারপরই কোহলিদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড।যদিও পাক বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় বোর্ডের আপত্তিতে নয়, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) চলবে বলেই সেই সময় ক্রিকেটারদের ছাড়া যাবে না।

ধোনি বাদ যাওয়ায় মত বিসিসিআই সূত্রের

মুম্বই : বিশ্বকাপের পর থেকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৃহস্পতিবার সাড়া দেশে আলোড়ন ফেলে ধোনিকে আর বার্ষিক চুক্তির মধ্যে রাখেনি বোর্ড , এই অবস্থায় জোর জল্পনা তাহলে কি মাহির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ফুলস্টপ পড়ে গেল।কিন্তু বোর্ডের অন্দর সূত্রের খবর এটাকে মাহিরে কেরিয়ারের শেষ ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাদের পরিষ্কার কথা মহেন্দ্র সিং ধোনি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য থাকবেন। তার জন্য তাঁর ঘরোয়া পারফরম্যান্স ও আইপিএল পারফরম্যান্সের ওপর নজর থাকবে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানা গেছে যেহেতু গত ছয় মাসে ভারতীয় জার্সিতে কোনও আন্তর্জাতিক খেলেননি ধোনি তাই বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে তাঁর নাম রাখা হয়নি। ২০২০২ -র আইপিএলে খেলার আগে ধোনি কোনওভাবেই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ঘোষণা করবেন না।বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবি করা ক্তিতে তাঁর নাম রাখা হয়নি। ২০২০২ -র আইপিএলে খেলার আগে ধোনি কোনওভাবেই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ঘোষণা করবেন না।বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবি ক হয়েছে ২০২০-র আইপিএলে কে কীরকম পারফর্ম করেন তার ওপর নজর থাকবে জাতীয় নির্বাচকদের। আর সেই প্ল্যাটফর্মে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে ফের মাঠে নামবেন মাহি। বোর্ড সূত্রের পরিষ্কার দাবি , ''যদি মহেন্দ্র সিং ধোনি আবার একবার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চেন্নাইকে আইপিএল জেতান সেক্ষেত্রে কি করে তাঁর নাম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বিচার্য হবে না কে বলল। বোর্ডের চুক্তিতে থাকার এই মানে নয় যে তিনি আর জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন না। ''এদিকে ধোনি এই মুহূর্তে ঝাড়খণ্ডের রনজি অনুশীলনের দলের সঙ্গে রয়েছেন। কারণ ধোনি নিজেও জানেন জাতীয় দলের টিকিট কাটার বড় এবং একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এখন তার সামনে শুধুমাত্র আইপিএল।

চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে ফিজিও, সতীর্থদের সাহায্য পেয়েছি, ওদের ধন্যবাদ, মন্তব্য পুনম যাদবের

সিডনি: মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন ভারতের লেগ-স্পিনার পুনম যাদব। তিনি মাত্র ১৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে ম্যাচ জেতান। এই পারফরম্যান্সের পর পুনম জানিয়েছেন, ''আমি চোট পাওয়ার পর ফিট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছেন ফিজিও এবং সতীর্থরা। চোট সারিয়ে ফেরা সহজ ছিল না। আমাকে সাহায্য করার জন্য সতীর্থদের ধন্যবাদ। এখানে এর আগেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছি। ফলে আত্মবিশ্বাস ছিল। আমি ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।''গতকাল হ্যাটট্রিক করার সুযোগ ছিল পুনমের সামনে। তিনি পরপর দু''বলে ফেরান র‍্যাচেল হেইনস ও এলিসি পেরিকে। পরের বলে জেস জোনাসেনের ক্যাচ ফস্কান উইকেটকিপার তানিয়া ভাটিয়া। ফলে হ্যাটট্রিক পাননি ভারতের এই স্পিনার। তিনি কিছুটা হতাশ।জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার পর ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর জানিয়েছেন, ''আমরা জানতাম, পিচ থেকে বোলাররা কিছুটা সাহায্য পাবে। ব্যাটসম্যানরা ১৪০ রান করতে না পারলেও, বোলাররা যে আমাদের ম্যাচ জেতাতে পারবে, সেই ভরসা ছিল। এই পিচে ব্যাটিং করা সহজ ছিল না। পুনম চোট সারিয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে। আমরা এটাই আশা করছিলাম। অতীতে আমরা দু-তিনজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে থাকতাম। কিন্তু এখন দল হিসেবে খেলছি। আমরা ভাল খেললে বিশ্বকাপ জিততেই পারি।''

বড় মাইলফলক অ্যাশটন এগারের, ব্রেট লি-র পর দ্বিতীয় বোলার হিসাবে হ্যাটট্রিক তার

আবারও এক ক্রিকেটারকে দেখা গেল ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে। এবার সেই মাইলফলক স্পর্শ করলেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার অ্যাশটন এগার। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তিন ম্যাচের টি- ২০ সিরিজ, যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জোহানেসবার্গে। সেই ম্যাচেই নতুন রেকর্ড গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার অ্যাশটন এগার।দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ২০ ওভারে ৬ উইকেটে তোলে ১৯৬ রান। যার জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র ৮৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাট করতে নেমে মিচেল স্টার্ক এবং প্যাট কামিন্স এর বোলিং এ শুরুতেই ধাক্কা খায়। ওপেনার কুইন্টন ডি ককক
ে (২) এবং রাসি ভন ডার ডুসেনকে (৬) ফিরিয়ে দেন তারা।তার পর আসল চমক দেখান অ্যাশটন এগার। অষ্টম ওভারে বল করতে এসে পরপর ৩ বলে ফাফ দু প্লেসিস, অ্যান্ডিল ফেহলুকওয়াইও এবং তারপরে ডেল স্টেইনকে আউট করে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। এর আগে ২০০৭ সালের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক নেওয়া অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার ব্রেট লি-র পর এই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে হ্যাটট্রিক নেওয়া বোলার হিসেবে অ্যাশটন এগার দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান বোলার হলেন গত ম্যাচে।

প্রথম টেস্টে আবারো ধাক্কা খেলো দল, অধিনায়ক হলেন আহত

ওয়েলিংটনে ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে চলা প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৬৫ রানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলারদের সামনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা টিকতে পারেননি। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের দলও বড়ো ধাক্কা খায় যখন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ব্যাট করতে নেমে আহত হয়ে যান।ঈশান্ত শর্মার বলে আহত হলেন কেন উইলিয়ামসননিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ১১তম ওভারে ঈশান্ত শর্মার বলে টম লাথামের আউট হওয়ার পর অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ব্যাটিং করতে নামেন। ব্যাট করতে নেমেই ঈশান্তের প্রথম বলই তার ডানহাতের মাঝের আঙুল আর বুড়ো আঙুলে লাগে। এরপর ফিজিয়োকে মাঠে দ্রুত ডাকা হয় আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উইলিয়ামসনকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখা যায়। ১১তম ওভার শেষ হওয়ার পর আরো একবার ফিজিয়ো মাঠে আসেন আর উইলিয়ামসনের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধেন। উইলিয়ামসন এরপর ব্যাট করতে থাকেন কিন্তু তাকে ব্যাট ধরতে সহজ দেখায়নি। ম্যাচের পর এই বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যে টিম ম্যানেজমেন্টের এক্সরে করানো হতে পারে।টি-২০ সিরিজেও আহত হয়েছিলেন উইলিয়ামসনযদি উইলিয়ামসনের চোট গুরুতর হয় তো এটা কিউয়ি দলের জন্য বড়ো ধাক্কা হতে পারে। উইলিয়ামসন দলের ব্যাটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্যদিকে অধিনায়ক হিসেবেও তার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের জানিয়ে দিই যে কেন উইলিয়ামসন চোটের কারণেই টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে আর ওয়ানডে সিরিজের শুরুর দুটি ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। সমর্থকদের। কেবলমাত্র একটা টি ২০ ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছেন বিরাট। টেস্ট, ওয়ান ডে ও টি ২০ মিলিয়ে শেষ ১৯ ইনিংসে কোনও সেঞ্চুরি নেই তাঁর। বিরাটের শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি এসেছিল গত বছর নভেম্বর মাসে ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিন-রাতের টেস্টে। ১৩৬ করেছিলেন বিরাট। তারপর থেকে চলছে এই খরা। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও দু''বার বিরাটের এমন সময় এসেছে যখন ব্যাটে রান থাকেনি। প্রথমটা ২০১১ সালের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। টানা ২৪ ইনিংসে সেঞ্চুরি পাননি বিরাট। ব্যাটিং গড়ও অনেকটাই কমে গিয়েছিল ভারতীয় অধিনায়কের। তারপর ২০১৪ সালে টানা ২৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি পাননি বিরাট। সেই সময় ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে নাকানি চোবানি খেতে হয়েছিল তাঁকে। ৫ টেস্টে মাত্র ১৩৪ রান করেছিলেন বিরাট। জেমস অ্যান্ডারসনের বিষাক্ত বোলিংয়ে বারবার আউট হতে হয়েছে তাঁকে। অবশ্য প্রতিবারই দারুণভাবে ফিরে এসেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। যে ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যাটে রান আসেনি সেই জেমস অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধেই পরে দাপট নিয়ে খেলেছেন বিরাট। তাই এবারও সমর্থকদের আশা চলতি সিরিজেই ফের রানের মধ্যে ফিরবেন বিরাট। নিউজল্যান্ডে ভারতকে যদি টেস্ট সিরিজ জিততে হয় তাহলে বিরাটের ব্যাটে রানের খুব দরকার। সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল ভারতের জন্য। এবার নিজের ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে কিছুটা আভাস দিয়ে রাখলেন ভাব

আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে কীভাবে রান আউট হলেন ঋষভ পন্থ

অকল্যান্ড: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন আজিঙ্কা রাহানে ও ঋষভ পন্থ। প্রথম দিনের শেষে তাঁর অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হতে হল পন্থকে। ১৯ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। রাহানে টিম সাউদির বল স্কোয়ারে ঠেলে দ্রুত একটি রান নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিউই ফিল্ডার এজাজ পটেল দ্রুত বলের কাছে পৌঁছে যান এবং বল তুলে স্ট্রাইকার প্রান্তের উইকেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন। পন্থ ননস্ট্রাইকিং প্রান্তে থেকে পৌঁছনোর আগেই বল উইকেটে লাগে এবং তিনি রান আউট হয়ে যান।কিন্তু এজাজ যেভাবে বল ছুঁড়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যে উইকেটরক্ষক ওই বল ধরতে পারবেন না। রান আউটের সুযোগ হাতছাড়া হবে। কিন্তু উইকেটরক্ষক পৌঁছনোর আগেই বল সরাসরি স্টাম্পে লাগে। তখন ফ্রেমেই ছিলেন না পন্থ।এভাবে রান আউট হয়ে ক্ষুব্ধ হন পন্থ। প্যাভিলয়নে যাওয়ার পথে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। প্রায় একমাস পরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন পন্থ। কিন্তু ১৯ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হল তাঁকে।উল্লেখ্য, ওয়ার্মআপ ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন পন্থ। তিনি ভালো ফর্মে রয়েছেন বলেই মনে হচ্ছিল।শেষপর্যন্ত ভারতের ইনিংস ১৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেন রাহানে (৪৬)।দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের রান ৫ উইকেটে ২১৬।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটারকে নাগরিকত্ব দিচ্ছে পাকিস্তান

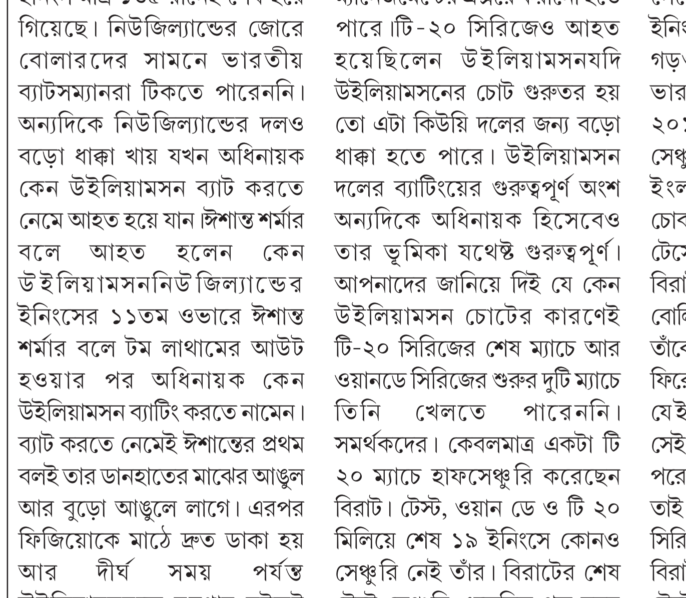

পাকিস্তান সুপার লিগের দল পেশাওয়ার জলমির হয়ে খেলছেন স্যামি। সেই দলের মালিকের সুপারিশেই তাঁকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদানে

ইসলামাবাদ: ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটার ড্যারেন স্যামিকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের। পাকিস্তানে ক্রিকেট ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ''মুখ্য ভূমিকা'' পালন করায় স্যামিকে এই সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত।ইতিমধ্যেই স্যামিকে এই সাম্মানিক নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নিজের সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি। আগামী ২৩ মার্চ, ইসলামাবাদে এই সম্মান দেওয়ার পাশাপাশি স্যামিকে ''নিশান-এ-পাকিস্তান'' পদকও দেওয়া হবে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ অসামরিক পদক এই ''নিশান-এ-পাকিস্তান।''২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজি হয়েছে পাক সরকার।উল্লেখ্য, বহু বছর পর ২০১৭ সালে কোনো আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ আয়োজিত হয় পাকিস্তানে। লাহোরে পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনাল আয়োজিত করা হয়েছিল। ফাইনালের দুটি দলের হয়ে যে ক''জন বিদেশি ক্রিকেটার ওই ম্যাচে ছিলেন, তাঁদের মধ্য অন্যতম স্যামি। তিনি আবার পেশাওয়ার দলের অধিনায়কও ছিলেন আর ওই দিন টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটিও স্যামির হাতে ওঠে।বিদেশি ক্রিকেটাররা যখন পাকিস্তানে যেতে দনমন করছেন তখন স্যামি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বিদেশিদের পাকিস্তানে খেলতে আসার জন্য।

স্বস্তি পেলেন শশী থারুর, বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে স্বস্তি পেলেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুরঊ শনিবার শশী থারুরকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনি। আদালতঊ আদালতে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি মঞ্জুর হওয়ায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ফ্রান্স এবং নরওয়ে যেতে পারবেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর।

সুনন্দা পুষ্কর রহস্য-মৃত্যু মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুনন্দার স্বামী তথা কংগ্রেস নেতা শশী থারুরঊ সম্প্রতি দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন শশী থারুরঊ শনিবার শশী থারুরের আবেদন মঞ্জুর করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতঊ আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ফ্রান্স এবং নরওয়ে যেতে পারবেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুরঊ এর আগে শশী থারুরকে মোট ন'বার বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করেছে আদালত।উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত শশী থারুরকে দুবাই যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল আদালতঊ তার আগে ২০১৯ সালের ১১ অক্টোবরও শশী থারুরকে পাঁচটি দেশে যাওয়ার অনুমতি মঞ্জুর করেছিল আদালতঊ প্রসঙ্গত, সুনন্দা পুষ্কর হত্যা মামলায় ২০১৮ সালের ১৪ মে চার্জশিট দাখিল করেছিল দিল্লি পুলিশঊ চার্জশিটে সুনন্দা পুষ্করের স্বামী তথা কংগ্রেস নেতা শশী থারুরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গায়ক মিকা সিংয়ের ম্যানেজারের রহস্য-মৃত্যু, মামলা রুজু পুলিশের

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মিকা সিং মানেই বিতর্কঊ চুমু খাওয়া থেকে শুরু করে চিকিতককে চড় মারা অথবা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনাঊ বারবার নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন গায়ক মিকা সিংঊ এবার তিনি বিতর্ক না জড়ালেও, সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন আরও একটি কারণেঊ রহস্যজনক-মৃত্যু হল মিকা সিংয়ের মহিলা ম্যানেজার বছর ৩০-এর সৌম্যা জোহেব খানেরঊ গত ৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে মিকা সিংয়ের স্টুডিও থেকে মহিলা ম্যানেজারের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশঊ মামলা রুজু করে রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি সম্ভবত আত্মঘাতী হয়েছেন।

ভেরসোভা থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর পি ভোসলে জানিয়েছেন, গত ৩ ফেব্রুয়ারি আন্ধেরির এসভিপি নগর এলাকার এমএইচএডিএ কলোনির ১৯ নম্বর বাংলোয়, মিকা সিংয়ের স্টুডিওর এক-তলার লিভিং রুম থেকে মহিলা ম্যানেজারের দেহ উদ্ধার করা হয়েছেঊ সূত্রের খবর, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মিকা সিংয়ের মহিলা ম্যানেজার সৌম্যা জোহেব খানঊ সম্ভবত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনিঊ শনিবার মামলা রুজু করে মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বর্ণগ্রাম ওয়ারেং বাড়িতে ১১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী।। স্বর্ণগ্রাম মানে সোনা দিয়ে মোড়া গ্রাম নয়, শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে ও স্ব রোজগারে উজ্জ্বল একটি গ্রাম। যার পথচলা শুরু হয়েছিল ১১ বছর আগে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে।

আজ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর হীক জয়ন্তী বর্ষে স্বর্ণগ্রাম সত্যিকার অর্থে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও স্ব-রোজগারে উজ্জ্বল একটি লোকালয়। যারা উন্নতির স্বপ্ন দেখে যারা ভারতে শিখেছে। শিক্ষার মাধ্যমেই তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নের কথা। সেখানে ২ বছর আগে স্বর্ণগ্রামের প্রথম ইংলিশে অর্নাস নিয়ে আগরতলার কলেজ থেকেপাশ করা আনন্দমণি রিয়াং এক উল্লেখযোগ্য নাম। তার পথ অনুযায়ী করে আজ আরো তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। তাই তো স্বর্ণগ্রাম গর্বের ও আরেকটি নাম।

আজ স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় প্রাঙ্গণে মহা সমারোহে অতিথি অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে হয়ে গেলো ১১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাতে৫০ মিটার, ১০০ মিটার দৌড়ের সাথে ছিল হাইজাম্প ও লংজাম্প এর বাইরেও ছোট শিশুদের বিনোদনের জন্য ছিল বিস্কুট দৌড়, ব্যাঙ দৌড়, চকলেট দৌড় ইত্যাদি।

সমস্ত বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কারের সাথে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন পদকও। গোটা বছরের খেলাধুলোর ফল বিচার করে বাছা হয় সেরা প্রতিযোগী বালক রোহিত জমাতিয়া ও সেরা প্রতিযোগী বালিকা হয় মঞ্জিনা রিয়াং। তাদের হাতে পুরস্কার ও পদক ও ট্রফি তুলেছেন আজেকর অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক সুজিত রায়, প্রিন্সিপাল গোয়েঙ্কা কলেজ, কলকাতা। ডাঃ সজল নাথ ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর পক্ষে রূপক সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী রূপক সাহা স্বর্ণগ্রাম ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ভুয়সি প্রশংসা করেন এবং গ্রামের শিশুদের উৎসাহ দিয়ে জানান তাদের পাশে সবসময় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আছে ও থাকবে।

আজকের অনুষ্ঠানে স্বর্ণগ্রাম শিশুদের হাতে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী ও পড়াশুনার সামগ্রী তুলেছেন ঋষিরূপ সাহা ও দিপ্তাসা লোধ।

অনুষ্ঠানে গ্রামের শিশুরা গান, নাচ, পিটি ও যোগা প্রদর্শনী করে অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলে। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় সকালের একসাথে পংক্তি ভোজনের মাধ্যমে।

কৃষিতে গুরুত্ব : আরও ৪টি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তাব পাঠাবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। কৃষি ভারতের অর্থনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি এবং কৃষক কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় কৃষিতে উন্নতির জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ঢালাও সাহায্য করছে। প্রত্যেক জেলায় মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র গঠনে কেন্দ্রের সম্মতি মিলবে জেনে ত্রিপুরা সরকার আরও চারটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব পাঠাবে। বর্তমানে ত্রিপুরায় দুটি পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে। আরও একটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। মূলত, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে কৃষিতে অধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। তা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পেরে ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে এগিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে এখন জমিতে ফসল উৎপাদনে সাংঘাতিকভাবে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ হচ্ছে। জৈব সারের প্রয়োগ এবং তার উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকরা অবগত হয়েও অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের প্রতি নির্ভর করছেন। অবশ্য, মাটির উর্বরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না নিয়েই জমিতে ফসল উৎপাদনে গিয়ে কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রেই লোকসানের শিকার হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাই মাটির পরীক্ষার উপর জোর দিয়েছে।

ত্রিপুরায় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সহ অধিকর্তা বনশ্রী রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, কৃষকদের সয়েল হেল কার্ড প্রদানের কাজ সফলতার সাথে করা হচ্ছে।

তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় প্রত্যেক জেলায় মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সম্মতি দিয়েছে। তাঁর কথায়, কৃষির উন্নতির প্রশ্নে আরও চারটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই ওই প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় খোয়াই জেলায় একটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই কেন্দ্র স্থাপনে বরাদ্দ অর্থ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তিনি জানান, পানিসাগর এবং উদয়পুরে দুইটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে, আগের তুলনায় আরও দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে মাটি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, সয়েল হেল ম্যানেজমেন্ট-এর অধীন দুটি মোবাইল ভ্যান মাটি পরীক্ষায় বিভিন্ন মহকুমায় চষে বেড়াচ্ছে।

হৃদরোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সমীক্ষা শুরু করছে সিএসআই

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হৃদরোগের নিয়ন্ত্রণ ও চরিত্র বুঝতে একটি সমীক্ষা শুরু করছে কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (সিএসআই)। পশ্চিমবঙ্গে এ রকম সমীক্ষা এই প্রথম।

বিভিন্ন কারণে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিএসআইয়ের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ দেবব্রত রায় বলেন, এই সমীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। গ্রাম এবং শহর এলাকায় নানা ধরনের মানুষ সঠিক কী কারণে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, সমীক্ষায় তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বক্সিরহাটে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৪ জন

তুফানগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত বারোকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন চার জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ২,৩৪৫ জন, সংক্রমিত ৭৬ হাজারেরও বেশি

বেজিং, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নতুন করে সংক্রমিতের সংখ্যা খানিকটা কমলেও মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। চিনে মারণ করোনাভাইরাসের সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা পৌঁছল ২,৩৪৫-এ। আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬,২৮৮ জন। শুক্রবার রাত পর্যন্ত চিনে করোনা-হানায় প্রাণ হারালেন আরও ১০৯ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৭ জন। আরও ১০৯ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-হানায় মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ২,৩৪৫ -এ। শনিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় শুক্রবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে আরও ১০৯ জনের। ১০৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ২,৩৪৫। সমগ্র চিনে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত ৭৬,২৮৮ জন।

মূল চিন ভূখণ্ডের বাইরেও একাধিক দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, সেই দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪৬। ইতালিতেও করোনা-সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে একজনের। ইজরায়েলে একজনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে।

মাদক মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান জনজাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। রাজ্যকে মাদক মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে জনজাগরণ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের কর্ণধার প্রসঞ্জিত চক্রবর্তী শনিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মদ বিক্রি করে কর আদায়ের মধ্য দিয়ে রাজ্যের আর্থিক সম্বৃদ্ধি ঘটানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। দেশের অনেক রাজ্য রয়েছে যেখানে মদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঐসব রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। মদমুক্ত রাজ্য গঠন করা সম্ভব হলে রাজ্যের মানুষের অবস্থান আরও ভালো হবে বলে তিনি দাবি করেছেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে সংবাদ মাধ্যম এবং অন্যান্য সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রয়াত আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় দত্ত, শোকস্তব্ধ সিপিএম নেতৃত্ব

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন আরামবাগের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বিনয় দত্ত। শনিবার ভোরে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় দত্ত। পরিবার সূত্রের খবর, কয়েক মাস ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় দত্ত। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শারীরিক অসুস্থাজনিত কারণে শনিবার ভোরে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। বিনয়বাবুর দুই মেয়ে বিবাহিতা। অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা, স্ত্রীকে রেখে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বিনয় দত্ত।

প্রাক্তন বিধায়কের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, বিগত ভোটের সময় বিরোধীদের হাতে খানাকুলে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তাঁর মাথায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। তাঁর পরিবার ওপার বাংলার। কলকাতায় এসে থাকতেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই বাড়ি ছেড়েছিলেন বিনয় দত্ত। একটা সময় থাকতেন কুপার্স ক্যাম্প-এ। কখনও হুগলি জেলার হরিপাল, কখনও চন্ডীতলা, কখনও গোঘাট, তারপর আরামবাগে এসে থাকেন তিনি। বর্তমানে কালিপুরে থাকতেন। আরামবাগ থেকেই পাকাপাকিভাবে সিপিএম-এর সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সিপিএম-এর আরামবাগ জোনালের সম্পাদক ছিলেন। তারপর থেকে দলের জেলা মন্ডলীর সদস্য হন। ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা তিনবারের বিধায়ক হয়েছিলেন বিনয় দত্ত। আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় দত্ত-র প্রয়ানে শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিএমের জেলা সভাপতি দেবব্রত ঘোষ, আরামবাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপাল কচ প্রমুখ।

লিজ নেওয়া পার্কের সংস্থার মালিকের ওপর হামলা, রেস্তোঁরায় তান্ডব, গুলি

দুর্গাপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অনুমতি ছাড়ায় পার্কের ভেতর অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অভিযোগ। তাতে বাধা দেওয়ায় বরাত নেওয়া পার্কের সংস্থার কর্নধার তথা বিজেপি নেতার ওপর হামলা, রেস্তোঁরায় তান্ডব, শুন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিতদের দিকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুলকলাম কান্ড। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর কুমারমঙ্গল পার্কে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩-৪ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল পুলিশ, কমব্যাট ফোর্স।

ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীতে কুমারমঙ্গল পার্ক। তার মালিক সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত। টেন্ডার মাধ্যমে পার্কটি লিজ দেয় ইস্পাত কর্তৃপক্ষ। সেই মতো বেশ কয়েকবছর আগে লিজ পেয়েছিল বিজেপিনেতা দেবাশীষ রায়। দুর্গাপুর ইস্পাত সুত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি তার লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যদিও আইনি জটিলতা চলছে বলে দাবী দেবাশীষ রায়ের। ২৩ ফেব্রুয়ারি পার্কের ভেতর এক সেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। ওই অনুষ্ঠানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। গভীর রাতে দুষ্কৃতিরা আগুনে পুড়ে দেয় এক যাত্রীবাহী মেক্সিমো গাড়ী। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত তিনটা নাগাদ গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের মুসলিম পাড়ায়।

জানা গেছে এই পাড়ার বাসিন্দা প্রয়াত বশির আলীর ছেলে রইস আলীর টিআর০৪-৩৩২৪ নাম্বারের যাত্রীবাহী গাড়িটি প্রত্যেক দিনের মতো এই দিনও সারা দিন পেসেঞ্জার টিপ শেষে গাড়িটি বাড়িতে নিয়ে রাখে। ধারণা করা হচ্ছে রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন আনুমাণিক রাত তিনটা নাগাদ দুষ্কৃতিরা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পর আগুনের গন্ধ পেয়ে বাড়ির লোকজনেরা ঘর থেকে বেড়িয়ে দেখে গাড়িতে আগু জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এলাকাবাসীর সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে গাড়িটি ৯০ শতাংশ পুড়ে যায়। গভীর রাতে গাড়িতে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পেশ হল পুরসভার আগামী ছয় মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কলকাতা পুরসভা ২০২১ অর্থবর্ষে ৬ মাসের জন্যে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করল। মেয়র ফিরহাদ হাকিম শনিবার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করে বলেন, আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয় বরাদ্দ ২ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ২ হাজার সাতশ ৪৮ কোটি ৫৯ লাখ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়ছে। এদিন মেয়র জানান, আগামী ছয় মাসের জন্য কাঠামোর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। গত এক বছরে বস্তি উন্নয়নে কলকাতা পুরসভা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আরও জানান, বস্তি উন্নয়ন এর ৩২১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজে ৩২৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, শহরের সর্বত্র আলো বসাতে ৫৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা, শহরের উদ্যানের উন্নয়নে ৩০ কোটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

জঙ্গি ও দুর্নীতিগ্রস্তদের গোপনীয়তার অধিকার নেই : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী, দুর্নীতিগ্রস্তদের গোপনীয়তার কোনও অধিকার নেইঊ জঙ্গি, দুর্নীতিগ্রস্তদের সিস্টেমের অপব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া অনুচিতঊ শনিবার সুপ্রিম কোর্টে আন্তর্জাতিক জুডিশিয়াল সম্মেলন-২০২০ 'বিচার ব্যবস্থা এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব' শীর্ষক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদঊ আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'জঙ্গি ও দুর্নীতিগ্রস্তদের গোপনীয়তার কোনও অধিকার নেইঊ জঙ্গি, দুর্নীতিগ্রস্তদের সিস্টেমের অপব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়ঊ... এখন গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের সময়, আমরা কীভাবে সমাধান চাইতে পারি?'

এদিনের সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেছেন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিশ্রণ হল ভারতঊ ভারতের বিচার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্যঊ সমস্ত আইনি সংস্কৃতিকে একীভূত করেছি আমরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।